

শৈবভারতী

ম বর্ষ

সংখ্যা

বৈশাখ

১৩৮৮

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

শ্রীতুলসীকৃতং-শিবাষ্টক-স্তোত্রম্

নমামীশমীশান-নির্বাণরূপং
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপম্ ।
অজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং
চিদাকারমাকাশবাসং ভজেঽহম্ ॥
নিরাকারমাকারমূলং তুরীয়ং
গীরাজ্ঞানগাতীতমীশং গিরীশম্ ।
করালং মহাকালকালং কৃপালং
গুণাগার-সংসার-পারং নতোঽহম্ ॥
তুষারাদ্রি-সঙ্কাশ-গৌরং পরেশং
মনোভূপরার্দ্ধ-প্রভাদীপ্ত-দেহম্ ।
গিরিন্দ্রাত্মজা-বালচন্দ্রাবতংসং
ভুজঙ্গেশহারং সুরেশং ভজেঽহম্ ॥
লসৎকুণ্ডলং ভালনেত্রং সুরেশং
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালুম্ ।
মগাধীশ-চর্ম হারং মুণ্ডমালং
প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং নতোঽস্মি ॥
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্‌ভং পরেশং
অখণ্ডং ভজে ভানুকোটি-প্রকাশম্ ।
ত্রয়ী শূল নির্মূলনং শূলপাণিং
ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্ ॥

কলাতীত কল্যাণ-কল্পান্তকারিন্
সদা সজ্জনানন্দদাতঃ পুরারে।
চিদানন্দ-সন্দোহ-মোহাপকারিন্
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারে ॥
ন যাবদ্ভবানীশ-পাদারবিন্দং
ভজন্তীহ লোকে চতুর্বর্গকামাঃ।
ন তাবৎসুখং শান্তি ভবে শান্তি লেশং
প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাস ॥
ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং
নতোঽহং সদা সর্বতঃ শর্ব তুভ্যম্।
জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানং
প্রভো পাহি পাপান্নমামীশ শম্ভো ॥

ইতি শ্রীতুলসীকৃতং শিবাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও নেপালসহ ভারতে শৈব নাথ-যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, আসাম, বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে এঁদের সংখ্যা বিরাট হলেও, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এঁদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। সাম্প্রতিক জন-গণনার প্রতিবেদন থেকে মোটামুটিভাবে একটা পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের অভ্যন্তরস্থ সন্ন্যাসাশ্রমী যোগীর সংখ্যা পাওয়া দুষ্কর।

বিপুল সংখ্যক এই নাথ-যোগীদের অতীত যতই গৌরব-মণ্ডিত হোক না কেন, সামগ্রীক দৃষ্টিতে তাঁদের বর্তমান অবস্থা যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয় তা জোর করেই বলা যায়। অঞ্চল বিশেষে এঁরা শিক্ষাগত ও আর্থিক মানে অগ্রসর হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা-দীক্ষায়, এবং আর্থিক মানে অনগ্রসর। মহারাষ্ট্রে 'নাথ-গোঁসাই', 'নাথ-পন্থী ডবরী গোঁসাই'-রা যাযাবর উপজাতির (Nomadic tribe) তালিকাভুক্ত। রাজস্থানে রাজগুরুরূপে পরিচিত নাথ-যোগীদের অনেকে সরকারী সাহায্য লাভের আশায় নিজ সন্তানদিগকে 'বিমুক্ত ঘুমন্ত যোগী' জাতিরূপে নথিভুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট। উত্তর প্রদেশের মীরাট, আম্বালা, সাহারাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 'শর্মা', 'উপাধ্যায়' 'ব্রাহ্মণ' (নাথ) পদবীধারী অনেকে 'নাথ-যোগী' রূপে চিহ্নিত হয়ে সরকারী দাক্ষিণ্যপ্রার্থী। নানা ধারা ও শ্রেণীতে বিভক্ত নাথ-যোগীদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির বৈষম্য যেমন নৈরাশ্যজনক, তেমনি নৈরাশ্যজনক তাঁদের আত্মপরিচয়ের বৈষম্য। অত্যাবশ্যক হলেও, এই 'বিবিধের মাঝে' 'মহান মিলনে'র সেতুটি নির্মাণের কোন চেষ্টা হয়নি আজ পর্যন্ত।

বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ উন্নতিসাধনকে লক্ষ্যে রেখে অনেক আঞ্চলিক সমিতি গঠিত হয়েছে। আসামে 'আসাম নাথ-সম্মিলনী' পশ্চিমবঙ্গে 'আসাম-বঙ্গ যোগী সম্মিলনী' দিল্লীতে 'অখিল ভারতীয় নাথ-সমাজ', উত্তর ভারতে 'ভারতবর্ষীয় নাথসংস্কৃতি পারিষদ', মহারাষ্ট্রে 'বিদর্ভ নাথ সম্মিলন', বোম্বেতে 'বোম্বে যোগী সমাজ', কর্ণাটকে 'যোগী সুধারক সংঘ' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এদের সকলের কর্মক্ষেত্রই নিজ নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি 'অখিল ভারত নাথ-সমাজ' একটি প্রস্তাব রেখেছে ('নাথ-সন্দেশ' মার্চ, ১৯৮১) 'অন্তরাষ্ট্রীয় নাথ-যোগী সম্মেলন' নামে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহুত হউক। সেই সম্মেলন মঞ্চে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ বিচার-বিতর্ক করে আমাদের সকলের জন্য এক জাতি, এক শ্রেণী, এক সম্প্রদায় সূচক নাম স্থির করুন। সকল নাথ-যোগীগণ যাতে বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করে তার জন্য কর্মপন্থা স্থির করা হোক। সমস্ত সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি যাতে স্বজাতীয় পুরোহিত দিয়ে করা হয় তার জন্য প্রচার ও জনমত গঠনকরা হোক।

বলা বাহুল্য, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শও উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষের সহিত অভিন্ন। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী তাই উপরোক্ত প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং আশ্বাস দেয় আন্তরিক সহযোগিতার।

মোগল যুগে নাথ সম্প্রদায়

ডক্টর এন. সি. নাথ

প্রিন্সিপাল, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রতিকামিনী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুরতনাথ[১] বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম এবং এই নামের দ্বারা সুরতনাথের বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত হইতে পারে। তবে আসলে নামটি সুরথনাথও হইতে পারে। মোগল দলিলে থ্‌ কে ত্‌ লেখার উদাহরণ আছে (এই প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। সুরতনাথের দেহরক্ষার পর তাহার শিষ্য থান্‌ নাথের নামে প্রদত্ত একখানি দলিল এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

দলিল সংখ্যা ৫

সম্রাট জাহাঙ্গীরের মুরিদ (শিষ্য অনুগামী)
ইৎমাদ্‌উদ্দৌলা

"পরগণা পাঠানের বর্তমান ও ভাবী জাগীরদারগণের সকল গোমস্তা এবং করোরী-র উদ্দেশ্যে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হইল যে—

যেহেতু প্রাচীন এক ফারমান অনুযায়ী নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের[২] ২৬শে খুর্দাদ্‌ তারিখে লিখিত সম্রাটের মহামান্য ফারমান্‌ দ্বারা পূর্বোক্ত পরগণায় ২০০ বিঘা জমি সুরতনাথকে দান করা হইয়াছিল এবং সুরতনাথ সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন—

অতএব উক্ত জমি পারসীল[৩] বৎসরের খারিফ ফসলের আরম্ভ

---

১. শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৩১, শ্লোক সংখ্যা ২

২. অর্থাৎ ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে।

৩. তুর্কী পঞ্জিকায় ১২ বৎসরে ১ যুগ ধরা হয়। সীচ্‌কানিল, উদীল, পারসীল্‌ প্রভৃতি এই বার বৎসরের নাম। বার ও মাসের নাম আমাদের পঞ্জিকায়ও আছে। বৎসরের নাম আমাদের নাই।

হইতেই মৃত সুরতনাথের শিষ্য থান্ নাথ এবং অন্যান্য যোগীকে মদদ্-ই-মাস্ (grant-in-aid) রূপে দান করা হইল।

এই মহামান্য আদেশ কার্য্যকরীকরতঃ কথিত জাগীরদারের গোমস্তা ও করোরীগণ প্রাচীন মহালের উক্ত খুদ্ কাষ্ঠা[৪] জমি উল্লিখিত যোগীদের হস্তে অর্পণ করিবেন। যাহাতে তাঁহারা বিজেতা রাজবংশের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন এবং তৎসহ উক্ত জমির ফসলের দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্বাহও করিতে পারেন।

নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের ২৭শে তীর্ তারিখে লিখিত হইল।

উল্টা পৃষ্ঠে

মহামান্য ফারমান্ অনুযায়ী জিম্ন্[৫]
পুরাণ মহালের ২০০ বিঘা জমি।

বৈজ্

আলোচনা

এই দলিলে প্রাপ্ত যোগী থান্ নাথের নাম অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আকবর কর্তৃক যোগী উদন্ত নাথকে প্রদত্ত দলিলে যে দশজন নাথ যোগীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটা নামের প্রথমার্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল নাথটুকু আছে। যদি ঐ সব স্থানের কোথাও থান্ নাথের নাম থাকিয়া থাকে। অবশ্য অন্যত্র নাম উল্লেখ না থাকিলেই যে যোগীর মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হইল তাহাও নহে। তবে যেহেতু সুরতনাথের পর ইনি সরকার প্রদত্ত মদদ্-ই-মাস্ ভূখণ্ডের মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ইনিই গুরু পরম্পরার অন্তর্গত হইয়া জাখবর গদীতে আসীন হইয়াছিলেন। জাখবর মঠের সমাধিক্ষেত্রে

---

৪ সম্ভবতঃ নিজের ক্ষেতের জন্য প্রদত্ত জমি। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ নির্ণয় হয় নাই। খুদ্=স্বয়ং; কাষ্ঠা—সম্ভবতঃ কৃষ্টি বা কৃষি।

৫. জিম্ন্—জমিন্, জমি

থান্ নাথের সমাধি বলিয়া কোন সমাধি দৃষ্ট হয় না।[৬] এমন হইতে পারে যে থান্ নাথ অন্যত্র দেহরক্ষা করেন। অথবা তাঁহার সমাধি কালক্রমে বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এখানে আর একখানি ক্ষুদ্র দলিলের প্রসঙ্গ করিতেছি। উহাতে তান্ নাথ ও বান্ নাথের কথা আছে।

দলিল নং ৬

আল্লা হু আকবর

......জমিল্ ১১০১

"যেহেতু যোগী তান্ নাথ, বান্ নাথ এবং অন্যান্যরা সম্রাট প্রদত্ত এক মহামান্য, মহান্ ফারমান্[৭] এর বলে পরগণা পঠান্ মৌজা নরোৎ এর অন্তর্ভুক্ত ২০০ বিঘা জমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। অতএব এতদঞ্চলের কিংবা অপরাপর এলাকার গোমস্তাগণ উক্ত শ্রদ্ধার্হ ফকির অর্থাৎ গৃহত্যাগী উদাসী পুরুষগণকে কোনরূপ উৎপীড়ন করিবেন না, কিংবা কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে যাইবেন না। এ ব্যাপারে এই যাহা লিখিত হইল উহা যেন খেয়াল রাখা হয়। ইহা সম্রাটের কঠোর নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে।"

আলোচনা

এই দলিলের তারিখ আছে কিন্তু কাহার দ্বারা প্রদত্ত বোঝা যাইতেছে না। দলিলের পার্শ্বে অঙ্কিত মোহরটীরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। হইলে কিছু তথ্য মিলিত। আকবর প্রদত্ত দলিলে (নং ২)—যাহা উদন্তনাথকে প্রদত্ত হইয়াছিল—সুরতনাথ প্রভৃতি দশজন নাথের সহিত তান্ নাথ ও বান্ নাথের নামও

৬. গোস্বামী ও গ্রেবাল কৃত The Mughals and the Jogis of Jakhbar গ্রন্থের পৃ. ১১১। পাদটীকা নং ৪ দ্রষ্টব্য।

৭. ফারমান্ সংস্কৃত প্রমাণ শব্দের ফারসী রূপ। অর্থ প্রমাণ পত্র বা দলিল।

উল্লিখিত হইয়াছে। তান্ নাথ, বান্ নাথ ও অন্য কয়েকজন যোগী ২০০ বিঘা জমি রাজ সরকার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য নূতন কোন জমি নহে। যে ২০০ বিঘা পূর্বে উদন্ত নাথকে দেওয়া হইয়াছিল উহাই কালক্রমে তান্ নাথ প্রভৃতির হাতে আসে। তবে এখানে গ্রামের নাম নরোৎ বলা হইয়াছে। উদন্ত নাথকে প্রদত্ত জমি ছিল বোহ বা ভোয়া গ্রামে।[৮] তবে উদন্ত নাথের দলিলেই দেখা যায় ৫০ বিঘা জমি জলে ডুবিয়া যাওয়ায় উহার বিনিময়ে অন্যত্র জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। উহা নরোৎ গ্রামে হইতে পারে। বর্তমান জাখবর মঠ হইতে মাইল খানেক দূরেই নরোৎ বা নরোৎ মেহরা নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। ভোয়া গ্রামও নিকটেই। জাখবর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। তবে এই দলিলে নরোৎ গ্রামেই ২০০ বিঘা জমির কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে ভোয়া গ্রামের জমির পরিবর্তে নরোৎ গ্রামেই সমস্ত জমি দেওয়া হইয়াছিল কিনা জানা যায় না।

এই দলিলে গোমস্তাগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন নাথ সাধুগণের উপর কোন অত্যাচার না করে, এমন কি কোন জিজ্ঞাসাবাদও না করে। ইহা হইতে মনে হয় গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারীরা সরকার প্রদত্ত বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নাথ যোগী দিগকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। সম্ভবতঃ ইহা রাজদরবারে নিবেদিত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে এই দলিল প্রদত্ত হয়, যাহাতে গোমস্তাগণের প্রতি উক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

---

৮. এই গ্রামের অধিবাসিগণকে অদ্যাপি "ভোয়া নাথীয়" নামে অভিহিত করা হয়। নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন সম্পর্ক ইহাতে পরিস্ফুট। গ্রামটিকেও কখনও কখনও "নাথাঁ-দা-পিণ্ড" (নাথ সম্প্রদায়ের পাড়া) বলা হয়। দ্রষ্টব্য : The Mughals and the Jogis of Jakhbar, পৃ. ৫৪ টীকা ৬।

এই দলিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ইহাতে তান্ ও বান্ নাথের নাম তান্ নাত্, বান্ নাত্ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। থ্-এর স্থানে ত্ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোগল দলিলে অন্য ২।১ টি স্থানেও এইরূপ বানান দৃষ্ট হয়। ইহা একটি মূল্যবান্ তথ্য। ইহার গুরুত্ব পরে আলোচিত হইবে।　　(ক্রমশঃ)

গান্ধারী কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ

শ্রীচন্দ্রমোহন নাথ

অর্জুন বিরাট নন্দনকে ডাকিয়া—বলিলেন, হে উত্তর, আমার ধনঞ্জয় নামের কারণ বলিতেছি শুন। আমরা যখন হস্তিনানগরে ছিলাম তখন আমার মা মহাদেবের পূজা করিতেন। রাজপত্নী ব্যতীত অন্য কেহ পাষাণলিঙ্গ যোগেশ্বরের পূজা করিতে পারিতেন না। তাই মা প্রভাতে স্নানাদি সারিয়া নানান উপাচারে হরের পূজা করিতেন। অনুরূপভাবে সুবল নন্দিনী গান্ধারীও শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। কিন্তু একে অপরের খবর জানিতেন না। দৈবযোগে একদিন ঐ স্থানে দুইজনের দেখা। মাতা কুন্তীকে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, ফলফুল হাতে তুমি কেন এইখানে—বুঝিতেছি, দেবতার পূজা দিবে। মা উত্তর দিলেন, আমি ত সদাই পূজা দিয়া থাকি। কিন্তু তুমি হেথা কি কারণে? গান্ধারী রাগিয়া বলিলেন,—রাঁড়ি। তোর এত গর্ব? আমার সংপূজিত শিবলিঙ্গে তোর কোন্ অধিকার? আমি রাজগৃহিণী এবং রাজমাতা; এই শিবলিঙ্গ শুধু আমারই পূজ্য। তখন মা বিনয় সহকারে বলিলেন, দিদি এমন করিয়া বলিও না। তুমি জ্যেষ্ঠা, তাই এত সহ্য করি। ইহা সকলেরই জানা আছে, যেইদিন আমি কুরুকুলে বধূ হইয়া আসি সেইদিন হইতেই কুরুকুলে হরের পূজা দিয়া থাকি। বহুদিন বনের ভিতরে ছিলাম, তাই তুমি পূজা দিতে পারিলে। আমি এখন আপন দেশে আসিয়াছি, আমি পূজা দিব। আর তোমার পূজা দিবার দরকার নাই। গান্ধারী বলিলেন, তুই পূর্ব অহংকার ছাড়—সকলের অনুমতিতে এই শিবলিঙ্গ আমি পূজা করি। ইহাতে তোর কোন অধিকার নাই। তোর সকল ফুলফল ফেলিয়া দিয়া এই স্থান হইতে দূর হইয়া যা। আবার পূজা দিতে এইখানে আসিলে ভাল

হইবে না। মা ও বলিলেন, যতদিন এইখানে ছিলাম না জোর পূর্বক ততদিন মহেশকে পূজিতেছিলে। কিন্তু ভগিনী আর আসিলে বিপদ হইবে। এইভাবে দুই বোনের কঠিন বিবাদ বাধিলে লিঙ্গ হইতে সদাশিব বাহির হইয়া বলিলেন, দুইজনে দ্বন্দ্ব কর কেন? —আমি সকলের ইষ্ট—, আমাকে কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারে না। তোমরা দুইজনে কুলবধূ, তাহাতে আবার রাজবধূ ও রাজমাতা। তাই তোমাদের দুইজনের পূজায় আমি বড়ই প্রীত। সুতরাং উভয়েই সর্বদা আমার পূজা কর। বিরোধে কাজ নাই।

কিন্তু যদি একান্তই আমার পূজা লইয়া তোমরা বিবাদ করিতে চাহ তাহা হইলে আমার দৃঢ়বাক্য শ্রবন কর। এক সহস্র সুগন্ধী স্বর্ণ চাঁপায় প্রভাত বেলায় যে প্রথমে আমার পূজা করিবে আমি তাহারই এবং সেই হইবে রাজমাতা তাহার পুত্রেরাই হইবে রাজা। ইহা বলিয়া শিব প্রস্থান করিলেন। শিবের এই কথায় গান্ধারী অহংকারে মাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, কুন্তী এইবার নিশ্চয়ই মহেশ্বর তোমার হইলেন; যাও পুত্রদের নিকট সুবর্ণ চম্পা মাগিয়া সত্বর লইয়া আইস। গান্ধারী তখনই শতপুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া সকল ঘটনা বিস্তারিত জানাইলেন—দুইবোনের দ্বন্দ্ব এবং মহাদেবের আদেশ সকলই বলিলেন। ইহা শুনিয়া দুর্যোধন মহানন্দে সহস্র সহস্র কর্মী নিয়োগ করিলেন। ভাণ্ডার হইতে একশত মণ স্বর্ণ দিলেন এবং মুনিমুক্তা খচিত বহু সহস্র সুবর্ণ চাঁপা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে আমার মা অভাগিনী। কারণ তিনি স্বামীহীনা, পরান্নে প্রতিপালিতা, অসহায়া, শিশুপুত্রের জননী তাই হরের বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখে অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। চরণ চলে না—মুখে নাই বাক্য। দ্বিপ্রহর সময় হইল—আহারের সময় উপস্থিত ভীম বারবার খাইতে চাহিল। মা নিরুত্তরা, মলিনবদনা। ইহার পর ভীমের ন্যায় ক্ষুধায় পীড়িত নকুল সহদেবও গিয়া মাতার নিকট বার বার দুঃখের কারণ

জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। পেটুক ভীম রন্ধনের দেরী থাকায় সামান্য কিছু আহারের অনুমতি চাহিল যুধিষ্ঠিরের নিকট। যুধিষ্ঠির বলিলেন মা কি কারণে এত দুঃখিত তাহা না জানিয়া কিরূপে আহার করিবে ভাই? তখন ধর্ম-নরপতির আজ্ঞায় আমি মায়ের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বল গো মা! তোমার কিসের দুঃখ? ভীম, নকুল, সহদেব ক্ষুধায় কাতর; কেন রন্ধনাদির ব্যবস্থা না করিয়া নতমুখে বসিয়া আছ?

তখন মা উভয়ের বিবাদ ও শঙ্করের আদেশের কথা জানাইলেন। আরও জানাইলেন, গান্ধারীর আদেশে সহস্র সহস্র কর্মী স্বর্ণচাঁপা তৈয়ারীর জন্য নিয়োজিত হইয়াছে; তোমরা সব শিশু; ধন দৌলত কোথায় পাইবে এই চিন্তায় আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি বলিলাম মা, ইহা আর কি এমন বড় কথা; তোমার যত স্বর্ণ চাঁপা দরকার আমি দিব। কিন্তু মায়ের প্রত্যয় হয় না। পুনঃ আমি আশ্বাস দিলাম, তোমায় ভুলাইতেছি না; যত চাও তত সুবর্ণ চাঁপা দিব—তুমি রন্ধন কর, অন্নজল খাও, শান্ত হও, সবাইকে ভোজন করাও। তখন মা আশ্বস্ত হইয়া রন্ধন করিলেন এবং সবাইকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলেন।

এইরূপে রজনী শেষে প্রভাত হইয়া আসিলে আমি গুরুপদে প্রণাম জানাইয়া পুষ্পের জন্য যুগল অস্ত্র কুবের পুরী অভিমুখে নিক্ষেপ করিলাম; আর উহা বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া দিলাম। তখন শিবের উপরে অপ্রমিত ধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

দেউল, উদ্যান সুগন্ধী স্বর্ণ চাঁপায় পূর্ণ হইল। শুধু ফুল আর ফুল, মাকে বলিলাম—যাও স্নান সারিয়া শিবের পূজা কর। অগণিত ফুল আনিয়া দিয়াছি। কৌতূহলী হইয়া মা স্নানান্তে ভক্তিভরে মহাদেবের পূজা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া মাতাকে বর দিলেন—"তোমার

[শেষাংশ ১৫ পাতায়]

সামবেদীয় নিত্যপূজা পদ্ধতি

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন

বিশেষার্ঘ্য জলে ও সামন্যার্ঘ্য জলে নারায়ণ শিলা, শিবলিঙ্গ, দেবীঘটে বা দর্পণে দেব-দেবীকে স্নান করাইতে হইবে।

নারায়ণের স্নান মন্ত্রঃ—ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিংসর্বতোবৃত্ত্যাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

বিশেষ স্নান মন্ত্রঃ—১। ওঁঅগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্। ২। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রাপয়িতু—শ্রেষ্ঠ তমায় কর্মণে। ৩। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ঘৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বর্হিষি। ৪। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।

শিবের স্নান মন্ত্রঃ—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

বিশেষ স্নান মন্ত্রঃ—১। দুগ্ধ দ্বারা—ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ। ২। দধি দ্বারা ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ। ৩। ঘৃত দ্বারা ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ। ৪। মধু দ্বারা ওঁ হৌং সদ্যজাতায় নমঃ।

স্ত্রীদেবতার স্নান মন্ত্রঃ—ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌষিকা। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্বাঃ সুমনসে ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।

পরে কুশি করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল লইয়া দেব-দেবীকে স্নান করাইবে, মন্ত্র যথাঃ—ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়

নমঃ। ইত্যাদি রূপে যে যে দেবতার স্নান করাইতে হইবে সেই সেই দেব-দেবীর নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে।

পরে নারায়ণ শিলা ও শিবলিঙ্গকে মুছাইয়া নাদ বিন্দু আকারে চন্দন দিবে এবং নারায়ণকে চিৎভাবে উপর ও নিচে তুলসীপত্র দিয়া সিংহাসনে বসাইবে। শিবকে বিল্বপত্র উপুর করিয়া দিবে। ইচ্ছা করিলে শিবকে একটি তুলসীপত্র দেওয়া যায়।

অতঃপর পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে। পরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনরায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যানান্তে ঐ পুষ্প নারায়ণ শিলায়, শিবলিঙ্গে, ঘটে অথবা দেবতার চরণে দিবে। পরে পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার শেষে প্রণাম করিয়া দেবদেবীর বীজমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিবে।

গণেশের ধ্যানঃ—ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতা-রিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দেশৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

সূর্যের ধ্যানঃ—ওঁ রক্তাম্বুজাশনমশেষগুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত-জগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়ববান্ দধতং, করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িণে ইদমর্ঘ্যং ওঁ হ্রীঁ হংস শ্রীসূর্যায় নমঃ। পরে কর জোড়ে—এহি সূর্য সহস্রাংশ তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গ্রহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

নারায়ণের ধ্যানঃ—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরিসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারীহিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

শিবের ধ্যান :—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং, পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্ ॥

প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকীর্ত্তিবসানাং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

চণ্ডীর ধ্যান : ওঁ বন্ধুককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্। স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥ ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্। পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ। দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মনিতাম্॥

[ক্রমশঃ]

[১২ পাতার শেষাংশ]

পুত্র কুরুকুলে রাজা হইবে এবং তুমিই আজ হইতে একা আমার পূজা করিবে। আর আমাকে বলিলেন—কুবেরের ধনাগার তুমি জয় করিয়াছ, তাই তোমার নাম হইল ধনঞ্জয়।"

তাহার পর গান্ধারী প্রাতে উঠিয়া হেমপাত্রে সহস্র কনকপুষ্প বিবিধ উপাচারে সাজাইয়া নারীগণ সহ পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন শিবপূজা সমাপ্ত, সকল দিক স্বর্ণপুষ্পে পূর্ণ। গান্ধারী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, আমি এই পুষ্পে শিবপূজা করিয়াছি এবং উমাপতি বর দিয়া নিজস্থানে গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে সমস্ত স্বর্ণপুষ্প জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং গৃহে গিয়া পুত্রদের নানা কটুবাক্য বলিলেন। আর বলিলেন, অকারণে আমার শতপুত্র জন্মিয়াছে, কুন্তী সাধ্বী সাধু পুত্রই গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাই মাতা-পুত্রের জনম সফল হইয়াছে।

অনুরক্তির প্রকার ভেদ

শ্রীচন্দ্রশেখর নাথ

কে গো তুমি মোর নামে আঁখি কর সিক্ত ?
আর্দ্র কণ্ঠে কহে,—প্রভু, আমি তব ভক্ত।

কে গো তুমি জোড়হাতে কণ্ঠে গলবাস ?
ওগো প্রভু, আমি তব দাসের অনুদাস।

কে গো তুমি নামসহ কর প্রাণায়াম ?
আমি ঋষি, মহাতেজা যমদগ্নি নাম।

কে গো ঝাড় মোর গৃহ ধূলাকালি মাখা ?
ওগো প্রভু, এ দুঃখিনী তোমার সেবিকা।

কে গো তুমি ফলে-ফুলে সাজাও নৈবেদ্য ?
তোমার পূজক আমি করি যথাসাধ্য।

কে গো তুমি অগ্রে গাও পিছে জনগণ ?
তোমার গায়ক করি নাম সংকীর্তন।

কে গো তুমি তল্পি নিয়ে থাক কাছে কাছে ?
তোমার বাহক শিষ্য—চিরদিন পিছে।

কে গো তুমি বাক্যহীন বসিয়া নিরালা ?
তোমার সাধক আমি জপি জপমালা।

কে গো তুমি গৃহহীন বসি যোগাসনে ?
তোমার তপস্যা আমি করি একমনে।

কে গো তুমি দ্বারে বসে বাজাও খঞ্জনী ?
আমি কবি, গাই তব মহিমার বাণী।

দার্জিলিং ভ্রমণ

বিমলচন্দ্র নাথ

শৈল শহর দার্জিলিংয়ের
অপরূপ শোভা তার।
বিস্ময় ভরা বিভীষিকাময়
তবুও চমৎকার।
পাহাড়ের ঢালে কত ঘর বাড়ী,
কত যে বিশাল বৃক্ষ।
কত ফুল ফল ধরিয়াছে তায়—
বিহগেরা করে নৃত্য।
ষ্টীমে চলে ছোট টয় ট্রেন,
গতি তার অতি মন্দ।
বিরূপ হবেনা তাতে চড়ে তুমি,—
নেই তাতে কোন সন্দ
পাহাড়ে চড়িয়া দেখিবে পাহাড়,
নেইকো উহার শেষ।
মন হুহু করে জানাবে তোমারে,
আসিয়াছ দূরদেশ।
সমতল মাটি তোমারে টানিবে,
জাগিবে কত যে ভয়।
স্বদেশ জানিয়া তুমিও বলিবে,
এ দেশ তোমার নয়।
গ্রীষ্ম এখানে মরে হেজে গেছে,
শীতটা হয়েছে রাজা।
দাপটে তাহার মানুষের ভাই
শিরদাঁড়া নেই সোজা।

জল নেই তবু কলে যেটা পড়ে,
হাত দেওয়া বড় কষ্ট।
কন্ কন্ করে তখনি তোমার
জমে যাবে সব রক্ত।
আসা-যাওয়াতে যত ভাল লাগে
বসবাসে তত নয়।
অধিবাসী যারা চীনদেশী তারা
মেলামেশা করা ভয়।
তবু যেতে হবে অপরূপ শোভা
নয়নে রাখিতে ধরে।
কেহ নাহি জানে বাঁচে সে ক'দিন—
কবে বা যাইবে মরে।

———

শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের যোনি-বংশ, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-বংশ

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

বাংলাদেশের নাথ, দেবনাথ, ভৌমিক, মজুমদার, সরকার, মুহুরী, রায়, চৌধুরী, তালুকদার, হালদার, বিশ্বাস, শর্মা, বাগচী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, প্রভৃতি উপাধিধারী বহু পরিবার নিজদিগকে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। জাতিগত পরিচয় দিবার সময় বলিয়া থাকেন কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ যোগী ইত্যাদি। এই পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীবিকা, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। জীবিকা কাহারও বা চাষবাস, কাহারও বা পানচাষ, কাহারও বা তাঁতশিল্প, কাহারও বা চাকরী-বাকরী, কাহারও বা ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি; কেহ কেহ আবার যজন-যাজন-ক্রিয়ার দ্বারাই সংসার চালাইয়া থাকেন। ইহাছাড়া কিছু কিছু নাথ উপাধিধারী পরিবার আছেন যাঁহারা জাতিগত পরিচয় দিবার সময় বণিক, কায়স্থ প্রভৃত বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি?

শৈব-নাথ-ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিয়া অনুমান করা যায়,—

শৈব-নাথ-ধর্ম দুইটি উপায়ে বিস্তার লাভ করিয়াছিল—(১) বিন্দু বা যোনিবংশ দ্বারা এবং (২) নাদ বা বিদ্যা বংশদ্বারা। পিতা-পুত্র ক্রমে শৈব-নাথ-যোগ-সাধনা করিয়া যোনিবংশ প্রসারিত হইয়াছিল এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় শৈব-নাথ-যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া বিদ্যাবংশ প্রসারিত হইয়াছিল। যোনিবংশের শৈব-নাথগণ গৃহী, কিন্তু বিদ্যাবংশের শৈব-নাথ-গণ অগৃহী। বিদ্যাবংশে সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোককে সমান মর্য্যাদা সহকারে শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইত—শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর সকলেই 'নাথ' পদবী প্রাপ্ত হইয়া অগৃহীনাথ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। কিন্তু যোনিবংশে পিতা-পুত্র ক্রম বজায় থাকায় সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাহাকেও শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত।

কিন্তু বর্তমানে বণিক, কায়স্থ প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের গৃহস্থদের মধ্যেও 'নাথ' পদবী দেখা যায়। ইহার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে। বল্লালী অত্যাচারের সময় আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করিতে গিয়া কেহ কেহ উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শেষপর্যন্ত ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অথবা শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষার কঠোর নিয়মের (অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাহাকেও শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত) শিথিলতার যুগে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির কোন কোন গৃহস্থ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে থাকিয়াই শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পরবর্তী বংশধরগণ সেই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় হিন্দু-সমাজে বর্ণ-বিভাগের পর চারিটি বর্ণের জন্য চারিটি পদবীর সৃষ্টি হইল—ব্রাহ্মণের জন্য 'শর্মা বা দেবশর্মা', ক্ষত্রিয়ের জন্য 'বর্মা বা দেববর্মা', বৈশ্যের জন্য 'গুপ্ত' এবং শূদ্রের জন্য 'দাস'। সুতরাং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মূল পদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা' সকল শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের মূলপদবী 'বর্মা বা দেববর্মা', সকল শ্রেণীর বৈশ্যের মূল পদবী 'গুপ্ত' এবং সকল শ্রেণীর শূদ্রের মূল পদবী 'দাস'[১]।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা মুনিধারার তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ-ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-সত্তা লাভ করিলেন এবং তাঁহারাই গুরুর আসনে আসীন হইলেন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে শৈব-ধর্ম হইতেছে প্রাচীনতম ধর্ম। সুতরাং শৈব-গুরু-কুলই প্রাচীনতম গুরু কুল। এই শৈব-গুরুকুলের গুরুগণ ঈশ্বর বা প্রভুর তুল্য বলিয়া 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কালক্রমে এই শৈব-গুরু-কুলের মূল পদবী 'শর্মা' 'নাথ' উপাধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রেই হারাইয়া গেল। আর যাঁহারা ঋষিধারার ব্রাহ্মণ তাঁহারা কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ লইয়াই রহিলেন এবং তাঁহারা 'শর্মা' এই মূল পদবীর দ্বারাই ভূষিত থাকিলেন। কালক্রমে এই ঋষিধারার ব্রাহ্মণগণের মূল পদবী 'শর্মা'ও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত নানাবিধ উপাধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রেই হারাইয়া গিয়াছে।

---

১ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবে বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনেকেই 'দাস' পদবী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শৈব-গুরু-কুলে জাত মহাত্মাগণের অনেকে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক সর্বাত্মক যোগ-সাধনায় রত হইলেন এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পর উদার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই সন্ন্যাস অবলম্বনের পর শৈব-যোগ-ধর্মে দীক্ষা দান করিয়া বিদ্যাবংশ স্থাপন করিলেন।

শৈব-শঙ্করাচার্যের পূর্বেই শৈব-বিদ্যাবংশ নাথ, গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল।[১] এই শাখাগুলির মধ্যে নাথ শাখার গুরুগণ বৌদ্ধপ্লাবনে ভাসমান ভারতে শৈব-ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আর এই কাজ করিতে গিয়া তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের সহিত কিছুটা সমন্বয় সাধন করিয়া শৈব-ধর্মকে কিছুটা নতন ছাঁদে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শৈব-নাথ-গুরু গোবিন্দ নাথের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুর নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি বৌদ্ধমতকে পরাস্ত করিয়া শৈব-মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের মহান-মনীষা বেদান্ত-মতের প্রতিষ্ঠা দিল। শৈব-নাথ-মতের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটায় তিনি গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব-মতগুলিকে স্বীকৃতি দিয়া পৃষ্টপোষকতা করিয়াছিলেন। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য

---

১. বলা হইয়া থাকে—গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন শৈব-গুরু শঙ্করাচার্য্য। কিন্তু 'চন্দ্রাদিত্য পরমাগমে" বলা হইয়াছে—যোগনাথের (বিন্দুনাথের) আদি নাথাদি ষোলজন পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে আদি নাথাদি ছয়জন গৃহবাসী ছিলেন এবং গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই 'চন্দ্রাদিত্য পরমাগম' অনুসারে বলা যাইতে পারে, —শঙ্করাচার্যের পূর্বেই গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব-সন্ন্যাসীগণ শৈব-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই শৈব-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলি প্রতিষ্ঠাতা-গুরুগণের নামানুসারে পরিচিত হইয়াছিল; গৃহস্থ নাথ (রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ) গুরুর সন্ন্যাসী-শিষ্যগণও শৈব-নাথ-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশটি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করায় সেই সম্প্রদায়গুলি দশনামী-সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

শৈব-নাথ-গুরুর সন্ন্যাসী শিষ্য হইয়াও 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। বেদান্তের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

কালান্তরে শৈব-ধর্মের সূত্র ধরিয়া শাক্ত-ধর্মের আবির্ভাব ঘটিল। শৈব-ধর্মের যোগ-সাধনা এবং শাক্ত-ধর্মের তন্ত্র-সাধনা পাশাপাশি চলিতে থাকিল। শৈব-গুরুগণের মধ্যে যাঁহারা গৃহী তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত হইলেন—(১) শৈব-গুরু ও (২) শাক্ত-গুরু। তাই ত দেখা যায়, শাক্ততন্ত্রেও গুরুকুলের উপাধি 'নাথ'।

'নাথ' শব্দের একটি অর্থ 'স্বামী'। বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে সেখানেও গুরু-কুলের সৃষ্টি হইল। এই বৈষ্ণব গুরুগণ 'স্বামী' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। 'গোস্বামী' উপাধি 'স্বামী' উপাধিরই রূপান্তর।

সুতরাং বলিতে হয়,—ব্রাহ্মণ-কুলের মূল-পদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা', আর ব্রাহ্মণ-কুলের মধ্যে গুরু-কুলের বিশেষ উপাধি 'নাথ বা দেবনাথ' অথবা 'স্বামী বা গোস্বামী'।

বাংলাদেশের মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, বাগচী, মৈত্র, ভৌমিক, মজুমদার, হালদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, তালুকদার, মুহুরী প্রভৃতি পদবী পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ উপাধি মাত্র। ইহাদের মধ্যে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কেবলমাত্র রাঢ়ী-ব্রাহ্মণগণের, মৈত্র প্রভৃতি কেবলমাত্র বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের; বাগচী প্রভৃতি বারেন্দ্র ও রুদ্রজ উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের; ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এবং ভৌমিক, মজুমদার, হালদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, তালুকদার, সরকার, মুহুরী প্রভৃতি সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের মূলপদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা' এবং মূল উপাধি 'নাথ বা দেবনাথ'। যে ভাবে 'শর্মা' ভিন্ন অপর উপাধিগুলি রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আসিয়াছে, সেই একইভাবে 'নাথ বা দেবনাথ' ভিন্ন অপর উপাধিগুলি রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও আসিয়াছে।

শৈব-নাথ-ধর্মের মূল সাধনা হইতেছে যোগ-সাধনা। অতীতে যোনি-বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও যোগ-সাধনা করিতেন। তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতেন বলিয়া কর্মকাণ্ডের যজ্ঞানুষ্ঠানও করিতেন তবে

জ্ঞানকাণ্ডের যোগকেই প্রাধান্য দিতেন। সেইজন্য তাঁহারা যজ্ঞসূত্র এবং যোগপট্ট, দুইটিই ধারণ করিতেন।

বেদ-পুরাণাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে,—ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে; সেই মুখমণ্ডলের সর্বোচ্চস্থান ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি এবং রুদ্রগণ হইতে যোগধর্মপরায়ণ গৃহস্থ-শৈব-নাথ-গণের উৎপত্তি। তাই গৃহস্থ শৈব-নাথ-গণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আবার যেহেতু এই ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ যোগ-সাধনা করিতেন সেইজন্য তাঁহারা যোগী-ব্রাহ্মণ হিসাবেও পরিচিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে শৈব-যোগ-ধর্মের গৌরবময় যুগে বিন্দুবংশের সন্ন্যাসী যোগিগণের সহিত যোনিবংশের এই গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণও শুধু 'যোগী' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে, নানাকারণে, যোনিবংশে যোগ-সাধনা ও যোগপট্ট ধারণ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

যোনিবংশের গৃহস্থ রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণ এবং বিন্দুবংশের যোগী-সন্ন্যাসীগণকে লইয়া শৈব-নাথ-সম্প্রদায়। বর্তমান ভারতে এই সম্প্রদায়ের দুইটি বংশের অস্তিত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বিন্দুবংশের সন্ন্যাসিগণ শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্য অনেকাংশে রক্ষা করিয়া আসিতে পারিলেও যোনিবংশের গৃহস্থগণ কিন্তু অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছেন। বাংলাদেশে'ত তাঁহারা একটা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে পরে আসিতেছি।

বিন্দুবংশে বর্তমানেও অপর বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সাধনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক শৈব-নাথ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' উপাধি ধারণ করিয়া শৈব-নাথ-তীর্থের মঠ-মন্দিরাদিতে অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। একদা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষমঠের মোহন্ত ছিলেন গম্ভীর নাথজী। তিনি কাশ্মীরের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ মঠের মোহন্তপদে অধিষ্ঠিত হন দিগ্‌বিজয় নাথজী। তিনি উত্তর প্রদেশের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন। বর্তমানে ঐ মঠের মোহন্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন অবৈদ্য নাথজী। তিনি বিহারের ভুঁইহার ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান।

এইবার বাংলাদেশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় আসিতেছি। রাজা বল্লাল সেনের পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশে রুদ্রজ বা

যোগী ব্রাহ্মণগণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা বল্লালের পিতৃশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়,[১] বল্লাল সেন এই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে জটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বল্লাল পত্নী পদ্মাক্ষিদেবীর প্রেরিত পূজা-উপাচারের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া রাজ পুরোহিতের (যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ) সহিত ঐ মন্দিরের মোহন্ত পুরোহিতের (রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ অথবা যোগী-সন্ন্যাসী) কলহ হইল এবং পরিণতিতে রাজপুরোহিত অপমানিত ও মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। রাজ-পুরোহিত রাজা বল্লালের নিকট অভিযোগ করিলে রাজার পূর্ব অসন্তোষ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। ফলে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া সমগ্র সম্প্রদায়ের (যোনি বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ এবং বিদ্যাবংশের যোগী-সন্ন্যাসী উভয়ের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শুরু হইল ধ্বংস-যজ্ঞ। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণের অনেকে পৈতা ও যোগপট্ট পরিত্যাগ করিয়া যিনি যেখানে পারিলেন আত্মগোপন কবিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যাবংশের যোগীসন্ন্যাসীগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। রাজাজ্ঞার সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারিত কুৎসা আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃত পরিচয় নানাবিধ অপপ্রচারের তলায় তলাইয়া গেল।

অপরদিকে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ প্রধান, কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াকাণ্ড সর্বস্ব ধর্ম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে যাঁহারা সেই ধর্মকে সর্বাংশে মানিতে চাহেন নাই তাঁহাদিগের উপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চালাইতে থাকেন। নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ কিন্তু যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই এবং এখনও করেন না। সেই কারণেও নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণকে লাঞ্ছিত ও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। বাংলাদেশের সাহা, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিকেও এই অত্যাচারের কবলে পড়িয়া অনেক গ্লানি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

---

১. তৎকালে শ্রাদ্ধীয়-দান-গ্রহণ অগৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান কালেও অনেক সৎ-ব্রাহ্মণ দেখা যায় যাঁহারা গৌরবজনক নয় বলিয়া শ্রাদ্ধীয়-দান গ্রহণ করেন না; এমন কি শ্রাদ্ধ-বাসরে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না।

উপরোক্ত দুইটি কারণে বাংলাদেশের রুদ্রজ বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য, ধর্ম, আচার-নিষ্ঠা, ভুলিয়া প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন বহুকাল। আত্মরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন প্রকার নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। এইভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীবিকা, রীতি-নীতি ও আচার-নিষ্ঠা আসিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে এই রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে শিক্ষা পুনরায় বিস্তার লাভ করিলে, সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ উদার যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় প্রায় আত্মবিস্মৃত এই জাতির জাগরণের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। অপরদিকে বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ বাংলা তথা ভারতের ও নেপালের শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণার কার্যে ব্রতী হইলেন। অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জনসাধারণের সম্মুখে আসিল; শৈব-নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জানিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। যদিও সেই সমস্ত গবেষণায়, গবেষণার জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনে আংশিক সত্য মাত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; তথাপি সেই আংশিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণসত্য উদঘাটনের সোপানশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে; সন্দেহ নাই। সেই সোপান-শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া পূর্ণ-সত্য উদ্‌ঘাটনের মহানদায়িত্ব আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের যোনি-বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণের শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে পিছনে পড়িয়া নাই। প্রত্যেকে সচেষ্ট হইলে অচিরেই আমরা আমাদিগের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে অবশ্যই সমর্থ হইব। শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের বিদ্যাবংশের যোগীসন্ন্যাসীগণও আমাদিগের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমাদিগের সেই সমবেত প্রচেষ্টা প্রসারিত ও জয়যুক্ত হউক।

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে

রাণী দেবী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত দর্শনীয় স্থান, কত শহর, নগর, মন্দির আছে আমরা তার কতটুকুই বা জানি, দেখা তো দূরে থাকুক। আমাদের পক্ষে বাইরে বেড়ানো সম্ভব হয়না নানাকারণে ঠিকই, তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় বোধহয়। অবশ্য সেই সাথে সুযোগও দরকার। সেবার এইরকম একটা সুযোগ এসেছিল আমাদের বেড়াতে যাবার।

পণ্ডিচেরীতে থাকেন আমাদের এক আত্মীয়। অনেকদিন থেকেই তিনি সেখানে যাবার জন্য বলেন কিন্তু আমাদের সময় সুযোগ হয় না। সেবার তিনি খুব জোর দিয়েই লিখলেন শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগষ্টে যাবার জন্য। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললাম। ১৯৭৩ সালের ১২ই আগষ্ট আমরা রওনা হলাম। হাওড়া থেকে সন্ধ্যে ৭টায় মাদ্রাজ মেল ছাড়ল। ট্রেনে টু-টায়ারে উঠেই মনে হয়েছিল খুব ভীড় কিন্তু একটু পরে যে যার জায়গা পেয়ে গেলে আর ভীড় রইলো না। জিনিসপত্র গুছিয়ে জানালার কাছে বসতে বসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাত ৯টা নাগাদ খাওয়ার পাট চুকিয়ে উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়লাম। বাড়ীর মতো আরামেই রাত কাটলো। ভোর হল যখন, তখন আমরা উড়িষ্যা ছেড়ে এসে অন্ধ্রে পড়েছি মনে হল। ট্রেন ছুটে চলেছে, একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে ধানক্ষেত দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি ধানক্ষেতের ধারে ধারে তালগাছের সারি যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য গাছপালা কমই দেখলাম। একটার পর একটা পাহাড় যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটায় ছোট ছোট গাছপালা জন্মেছে আবার কোনটায় কঠিন পাথর এবড়ো-খেবড়ো ভাবে রয়েছে যেন যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে। সকাল থেকেই এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এগারোটা নাগাদ ওয়ালটেয়ারে ট্রেন থামতে আমাদের দুপুরের খাবার দিয়ে গেল। সকাল থেকে কোন কাজকর্ম নেই। বসে বসে খাওয়া বেশ ভালই লাগলো। ওয়ালটেয়ার শহর দেখা হলনা কারণ আমাদের গন্তব্যস্থল পণ্ডিচেরী। সারাটা দিন কেটে গেল ট্রেনের জানালায় বসে। ক্লান্তিও নেই চোখে ঘুমও নেই। ট্রেনে মাঝে মাঝে নতুন যাত্রী কিছু আসছে, তাদের সাথে ভাব করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ভাষা তো বুঝিনা। যা হোক হাসিগল্পে দিনটা কেটে গেল। রাত এলে আবার উপরের বার্থে যেতে

হবে। কাজেই রাত সাড়ে আটটায় বিজয়ওয়াদায় পৌঁছলে রাতের খাবার দিয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে কতক্ষণে ভোর হবে আর আমরা মাদ্রাজ পৌঁছাবো। ভোর পাঁচটায় ট্রেন মাদ্রাজ পৌঁছবে সুতরাং তার আগে উঠে আমরা তৈরী হয়ে নিলাম।

সময়মত ট্রেন পৌঁছলো মাদ্রাজ ষ্টেশনে। ষ্টেশনটি বিরাট ও খুব পরিচ্ছন্ন মনে হল। ট্যাক্সি কোরে এগমোর ষ্টেশনে গেলাম। এখান থেকে ট্রেনে পণ্ডিচেরী যেতে হবে। ঘুমন্ত মাদ্রাজ শহরের একটুখানি দেখলাম। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে কখন ছাড়বে ঠিক নেই। সুতরাং আমরা প্রাতরাশ সারতে রেলওয়ে ক্যান্টিনে গেলাম। একটু পরেই শুনলাম ট্রেন তখুনি ছাড়বে। নতুন খাবার মাদ্রাজী ধোসা আলুমটর সহযোগে আর নিশ্চিন্তমনে খাওয়া হল না। কোন রকমে গলাধকরণ করে ছুটে এসে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা প্রথমে সব ষ্টেশনে থামছিল না পরে প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে অনেক দেরী করছিল। এক তামিল পরিবার ট্রেনে আমাদের সহযাত্রী হলেন। তাদের সাথে আলাপের চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোক ইংরেজী বোঝেন কিন্তু মেয়েরা বোঝেনা, তারা হেসেই অস্থির। তারাও বোঝাতে চায় কিন্তু পারে না। আমাদেরও সেই অবস্থা। দু একটা ফল দেখিয়ে তার নাম ওদের ভাষায় জেনে নিলাম। ভাষা বুঝিনি, তবে তাদের হাবভাবে মনে হল এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির ও ব্যবহারে অমায়িক। খুব সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, তবে সোনার গয়না, যা পরে এরা, ওজনে বেশ ভারী। কান তো গয়নার ভারে ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা। গলায় বেশ ভারী হার আর বিবাহিতাদের আছে মঙ্গলসূত্র। আমাদের মতো শাঁখা-সিন্দুর নেই। ঐ মঙ্গলসূত্রই ওদের এয়োতির চিহ্ন। হাসিগল্পে সময় কাটছে বটে কিন্তু আমাদের শরীর যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কতক্ষণে পণ্ডিচেরী পৌঁছতে পারবো, এই চিন্তাই তখন অস্থির করে তুলেছে। আমরা টিণ্ডিভানম ষ্টেশনে নেমে বাসে করে পণ্ডিচেরী রওনা হলাম। ওদের ভাষার জন্য প্রতিপদেই অসুবিধা, ওখানে তামিল ছাড়া অন্য কোন ভাষা কোথাও লেখা থাকে না, এমন কি ইংরেজীও নয়।

বিকেল ৩টায় আমরা পণ্ডিচেরী পৌঁছলাম। স্নান খাওয়া সেরেই শ্রীঅরবিন্দের সমাধি দর্শনে গেলাম। আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকতেই মনটা ভরে গেল আশ্রমের সুন্দর, নীরব পবিত্র পরিবেশে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধে

ভরপুর সমাধি। মনে হয় এরই মধ্যে ঋষি আজও বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে। সমাধিক্ষেত্রটি এমন যে, যে কোনভাবেই এখানে এলে মন ভক্তিতে ভরে ওঠে। একটি মেয়ে ফুল আর ধূপকাঠি নিয়ে বসে আছে ; তার কাছে গেলেই কিছু ফুল ও ধূপকাঠি পাওয়া যায় ; তার জন্য দক্ষিণা দিতে হয় না ; আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগল। সকলেই ফুল ও ধূপ জ্বেলে সমাধিতে দেয়। আমরাও ফুল দিয়ে প্রণাম জানালাম। তারপর প্রণাম জানালাম শ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি সমাধির পাশেই তিনতলার ঘরে সমাধিমগ্ন।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গেলাম। সমুদ্রের পারে গিয়ে কী যে ভালো লাগল, বোঝাতে পারবো না। পণ্ডিচেরী বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। সমুদ্র শহরের আরো কাছে না আসে তারজন্য সাবধানতার শেষ নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে রাখা হয়েছে, যার উপর ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ে। শহরকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য উঁচু দেয়াল করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের পাশেই চওড়া রাস্তা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, একদিন পণ্ডিচেরী ফরাসীদের রাজত্বে ছিল, আর তাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন বাংলার বিপ্লবী বীর সন্তান শ্রীঅরবিন্দ। এখানেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, আর তার গর্জনে চিন্তায় বাধা পড়ে। সমুদ্রকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তবু সন্ধ্যে হয়েছে, শরীরও বড় ক্লান্ত লাগছে ; সেদিনের মত ফিরে এলাম।

পরদিন ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর ঘর খুলে দেওয়া হবে সাধারণের জন্য। ভোরবেলায় আশ্রমের কাছাকাছি এসে দেখলাম, ইতিমধ্যে অনেক লম্বা লাইন হয়ে গিয়েছে। আমরা তৃতীয় সারির পেছনে স্থান পেলাম। একটু পরে দেখি আমাদের পেছনে আরও কয়েকটি লাইন হয়ে গেছে। লাইনে দেখলাম, প্রায় সারা ভারতের লোক আছে, তাছাড়া বাইরের দেশের লোকও আছে। এত লোকের সমাবেশ কিন্তু টু শব্দটি নেই। এক পা একপা করে গেট পর্যন্ত এগোতে আমাদের ৩ ঘণ্টা কেটে গেছে। যা হোক এক সময় সেই সাধনপীঠে পৌছলাম। পবিত্র ঘরটি যেন দেবতার মন্দির। ধূপ আর ফুলের গন্ধে এক স্বর্গীয় ভাবে পরিণত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমায়ের দুখানি খুব বড় ছবি সেখানে আছে, আর আছে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র। খুবই ভালো লাগল ; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না ; কারণ আরও বহু লোক আসবে।

সেদিন দুপুরবেলায় আমাদের আশ্রমের ডাইনিং হলে খাবার ব্যবস্থা। সেখানে গিয়েও দেখি লাইন। তবে এবারে গেটের কাছেই স্থান পেলাম। লাইন এক সময় এগিয়ে নিয়ে এলো যেখানে সেখান থেকে থালা নিলাম। আরও একটু এগিয়ে দেখি ভাত, ডাল, তরকারি নিয়ে বসে আছেন আশ্রমেরই ছাত্র ও কর্মীরা। থালাতে ভাত, তার ওপরে বাটিতে ডাল, তরকারী আর একবাটী দই ও কলা পেলাম। সবাই যে যার নিয়ে বসে যাচ্ছে। বসার ব্যবস্থাও সুন্দর। বারান্দাতে আসন পাতা তার সামনে ছোট জলচৌকি বসান। লনে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থাও আছে। বিরাট নেমন্তন্ন বাড়ীর মত নেই কোন গোলমাল হুড়োহুড়ি। আমরা বাংলাদেশের লোকেরা যে এত শান্ত ও ভদ্র হতে পেরেছি সে বোধহয় ঐ জায়গার গুণে। খাওয়ার পরে প্রত্যেকে যার যার থালা গেলাস নিয়ে গেলাম। কলের কাছাকাছি যেতেই একজনে বাটিকটা ও গেলাস নিয়ে নিল, তারপর থালাও। একদলে থালা বাটি মেজে ধুয়ে দিচ্ছে আর একদলে সেগুলো ওষুধজলে শোধন করে মুছে দিচ্ছে। সবাই যেন মেশিনের মতো নীরবে কাজ করছে। এরা সকলেই আশ্রমের ভক্ত কর্মী। অনেক বয়স্ক লোকও আছেন এই সব কাজে। আশ্রমের কাজই হল শ্রীমায়ের কাজ। এইভাবেই মায়ের সেবা করা হচ্ছে, তাদের বোধহয়, এই মনোভাব।

এইদিনই বিকেল ৬টা ১৫ মিনিটে শ্রীমায়ের দর্শন দেওয়ার কথা। আমরা গিয়ে শুনেছিলাম সেবার হয়ত দর্শন দেবেন না। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য। কিন্তু ঐদিন সকালে শুনলাম মা দর্শন দেবেন। এতদূর থেকে গিয়ে মায়ের দর্শন পাব না জেনে মনটা যেমন বিচলিত হয়েছিল দর্শন দেবেন জেনে আরও বেশী আনন্দ হল। ৪-৩০ নাগাদ আমরা দর্শনের উদ্দেশ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানেও ২।৩ হাজার লোক সমবেত হয়েছে ইতিমধ্যে। মা তাঁর বাড়ীর তিন তলার বারান্দায় কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়াবেন। নীচে খোলা জায়গা নেই, শুধু মাত্র চওড়া রাস্তা। এত লোকের সমাবেশ অথচ কোন গোলমাল নেই। সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছে ৬-১৫ মিনিটের জন্য। খানিক পরে হঠাৎ মেঘ হ'ল আর ঝমঝম করে বেশ বড় বড় ফোঁটা নিয়ে বৃষ্টি এল। দু-একজন একটু ছুটোছুটী করলো, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকলো। ওখানকার বাড়ীগুলো একটু ভিন্ন ধরনের, কোন বাড়ীতে রক বা বারান্দা নেই। সুতরাং যারা ছুটোছুটী করলো তারাও কম

ভিজলো না। বোধহয় দেবদর্শনের আগে স্নান হল। ঠিক ৬-১৫ মিনিটে মা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন বারান্দার রেলিংয়ের ধারে। শরীর খুবই দুর্বল বয়সের ভারে দাঁড়াতে পারছেন না তবু রেলিং ধরে একবার এদিক একবার ওদিক গেলেন যাতে সকলে তাঁকে দেখতে পায়। আগে যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, ছবিতে দেখেছি, সেবারে তা পারলেন না। মাকে দেখার আনন্দে তাঁকে প্রণাম জানাতে মনে ছিল না। যখন মনে পড়ে প্রণাম জানালাম চেয়ে দেখি তিনি সরে গেছেন। এই দর্শনই যে তাঁর শেষ দর্শন হবে সেদিন তা কেউ বুঝতে পারেনি। তার কিছুদিন পরেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এর পরেও কয়েকদিন পণ্ডিচেরীতে ছিলাম। আশ্রমের কাজকর্ম ২।৪ দিনে দেখে শেষ করা যায়না। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমায়ের সহায়তায়। সব দায়িত্ব মায়ের উপর ছিল। আশ্রমের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধূলা, ব্যায়াম, সব কিছুর উপর মায়ের প্রভাব ছিল। সব কাজেই মা নিজেকে কীভাবে নিয়োগ করেছিলেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে, বিবেকানন্দ যেমন নিবেদিতাকে, শ্রীঅরবিন্দ তেমনি শ্রীমাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ কোরতে। আজ মা নরদেহে নেই, কিন্তু কোন কিছুতেই নাকি তাঁর অভাব বোঝা যায় না। তাঁর অদৃশ্য শক্তি একইভাবে পরিচালিত করছে আশ্রমকে।

আশ্রমের কথা বলে শেষ করা যায় না। একদিন বিভিন্ন দেশীয় ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলাধূলা দেখলাম। ৮০।৯০ বছরের বৃদ্ধেরাও ব্যায়াম করেন নিয়মিত। মেয়েদের লেখাপড়া কাজকর্মের সাথে বিকেল ৪টার সময় খেলা ও ৬টার সময় সমুদ্র স্নানও রুটিন বাঁধা। ভোর থেকে ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে তাল রেখে কাজ হয়। তার ফলে তাঁরা সারাদিন প্রচুর কাজ করতে পারেন। ওখানে যারা ছোটবেলা থেকে থাকে তাদের পড়াশুনার জন্য বাবা-মাকে ভাবতে হয় না। ওখানেই লেখাপড়া শেষ করে ওখানেই তারা কাজ করার সুযোগ পায়। এদের জন্য বাড়ী, গাড়ী, খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ডাক্তার লণ্ড্রী সবই ফ্রি। এদের টাকাপয়সার প্রয়োজনও বোধ হয় কম। আরও কতো বলার আছে, কতো জানার আছে, অনুভব করার আছে আশ্রমজীবন সম্পর্কে তা বাকী রয়ে গেল।

স্বামিজী বন্দনা

[করিমপুর থানা স্বামিজী সেবক সংঘ কর্তৃক স্বামিজীর ১১৯ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত ও পঠিত ৮।২।৮১]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

ভুবন নন্দিত, বিশ্ব ঝঙ্কৃত, তব দত্ত চেতনায় ।
ঘুমন্ত ভারত, হইল জাগ্রত, তব ধ্যান সাধনায় ॥
ভারত আত্মার, নব জন্মদাতা, হে বীর সন্ন্যাসী তুমি ।
তোমার জনমে, ধন্য হইল, এ বঙ্গ ভারতভূমি ॥
মহা ভারতের, মহা জ্যোতিষ্ক, মহাত্যাগী মহা সূর্য্য ।
বল বীর্য্য হারা, এ জাতির প্রাণে, এনে দিলে বল বীর্য্য ॥
বিশ্ব ঘরে ঘরে, সবারি অন্তরে, জ্বেলে দিলে জ্ঞানদীপ ।
মহা মিলনের, মহা মন্ত্রদাতা, পরালে মিলনটিপ ॥
তব মধুমাখা, বেদান্তের বাণী, বিশ্বের সভাতল ।
প্রাচ্যের প্রাণে জাগিল চেতনা, পশ্চিম টলমল ॥
পাষাণ মানবে, জাহ্নবী যেমতি, প্রাণ সঞ্চারিল দেহে ।
সেইমত তব, করুণার ধারা, ঢালিয়া পরম স্নেহে ॥
পাষাণ সম, অচল জাতির, দেহে দিলে নব প্রাণ ।
তোমার রুদ্র, বহ্নি শিখায়, হল সবে বলীয়ান ॥
মহা বিশ্বের, মহান্ রুদ্র, মহা ভৈরব তুমি ।
তব জ্ঞানালোকে, আলোকিত হ'ল, সোনার ভারতভূমি ॥
পরম পুরুষ, রামকৃষ্ণের, অন্তরের মহামণি ।
তব মুখ হ'তে, বাহির হইল, তাঁহারি অমৃতবাণী ॥
জ্বলন্ত উল্কারমত, তব আবির্ভাব, মানব উদ্ধার হেতু ।
বিদ্যুৎসম, কর্ম গতি নিয়ে, বাঁধিলে প্রেমের সেতু ॥
মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মহাবীর, মৃত্যুরে করি জয় ।
মাভৈঃ মন্ত্রে, দীক্ষা দানিলে, তোমার বিশ্বময় ॥

নির্ভিক তুমি, স্বাত্বিক তুমি, সত্যের ধ্রুবতারা।
ভ্রান্ত অন্ধে, দেখালে পন্থা, যারা ছিল পথহারা॥
বিজয় শঙ্খ, বাজাইলে তুমি, কোন সে মোহন বাঁশী।
স্তব্ধ হইল, মুগ্ধ হইল, ঐ সে চিকাগোবাসী॥
দিগ্ দিগন্তে, ঘোষিত হইল, জয়তু স্বামীজি জয়।
সর্ব ধর্ম সমন্বয় হেতু, তোমার অভ্যুদয়॥
হিমাচল সম, ধ্যান গম্ভীর, সৌম্য শান্ত-মূরতি।
হেরিলে সবার, জুড়ায় পরাণ, প্রাণে জাগে মহা শকতি॥
তুমি বিধাতার মঙ্গলদূত, জীবের মঙ্গল লাগি।
যুগে যুগে তাই, এসেছ ধরায়, সোনার স্বর্গত্যাগী॥
হে মহান ঋষি, হে মহা তপস্বী, প্রাণে প্রাণে দাও শকতি।
দাও শুদ্ধা প্রেম, দাও ভালবাসা, দাও নিষ্ঠা, দাও ভকতি॥
শ্রদ্ধা জানাই, ভকতি জানাই, প্রণাম জানাই চরণে।
তব অমৃতবাণী, চির শাশ্বত জানি, আজীবন রাখি স্মরণে॥

প্রজাপতির আসর

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১২

পাত্র (২৮) বি. এস. সি, মেটারজ ক্যাল ও কেমিক্যাল কেমিষ্ট (ট্রেণ্ড), সুস্বাস্থ্য, রেলওয়েতে কর্মরত (৫৭৫) কলিকাতায় উপকণ্ঠে নিজস্ব বাড়ী। পিতাও রেল কর্মী। সুন্দরী সুগঠনা অন্ততঃ H. S. পাশ পাত্রী চাই। —শ্রীসত্যরঞ্জন দেব, ৭৩ জোনিক্স রোড, বেলুড়, হাওড়া।

পাত্রী (২৭) (৫'-২"), এম. এ. সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, গৌর বর্ণা, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও স্মার্ট, গৃহকর্ম সূচী ও বুননশিল্পে নিপুণা, বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই —শ্রী এস. কে. নাথ প্রযত্নে- এস. কে দালাল, ২নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬।

পাত্রী (২৬) এম. এস. সি। কলিকাতায ব্যাঙ্কে কর্মরতা। প্রখ্যাত সমাজ সেবীর কন্যা। উপযুক্ত পাত্র চাই। আসর পরিচালক. ২৩/১ ফীয়াস লেন, কলি-১২।

পাত্র (২৯); টেলিকম্ ইঞ্জিনীয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত (১৬০০), পিতাও কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার। উপযুক্ত পাত্রী চাই—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, ১ ব্যাপারী টোলা লেন, কলি১৩।

পাত্রী (২৬), হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, শ্যামবর্ণা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, স্বাস্থ্যবতী, নম্রস্বভাবা। উপযুক্ত পাত্র চাই—ডাঃ এস. ডি. দেবনাথ, হোমিও ল্যাবরেটারী, হাওড়া সাবওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১।

পাত্র (২৭), (৫'-৭"), বি. কম, বেসরকারী চাকুরিয়া, অন্য আয়ও আছে। স্বাস্থ্যবান, বনেদী পরিবার। উপযুক্ত পাত্রী চাই—শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ। মনীন্দ্র ভাণ্ডার, ৫৭এ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলি-৭০।

পাত্রী (২৬), এইচ এস অনুত্তীর্ণা, শ্যামবর্ণা, ব্যাংক অফিসারের প্রথমা কন্যা। উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, অতীব শান্ত স্বভাবা, স্বাস্থ্যবতী। গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। ব্যবসায়ী বা চাকুরে পাত্র চাই। শ্রীরাসবিহারী নাথ, স্কুল বাগান, বোলপুর, বীরভূম।

পাত্রী (১৯), মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী, রবীন্দ্র সঙ্গীতে ডিপ্লোমা প্রাপ্তা। পাত্রী খুলনার বুধহাটা নিবাসী ৺কালিদাস নাথের পৌত্রী। ব্যবসায়ী বা চাকুরিয়া পাত্র চাই। শ্রীবিমলকুমার নাথ, ৪৪ সি রাণী হর্ষমুখী রোড, কলি-২

পাত্রী (২৬), ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ। গৌরবর্ণা, প্রিয়দর্শিনী, গৃহকর্মে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীমতী রেবা নাথ, ঈশান দালাল রোড, পোঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

পাত্র (৩০), বি. এ. পার্ট ওয়ান, কো-অপারেটিভ ফার্মে কর্মরত। নিজস্ব বাড়ী ও জমি। স্বাস্থ্য মাঝারি। উপযুক্তা পাত্রী চাই—শ্রীবাবুল নাথ, বরিশাল পল্লী, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা।

পাত্রীদ্বয় বি. এ. পাশ। বয়স যথাক্রমে ২৩ এবং ২৫ বছর। ফর্সা, উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত পরিবার। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীপ্রবীর দেবনাথ, স্কুল বাগান, বোলপুর, বীরভূম।

পাত্রী (২৫) (৫'-৪"), বি. এ. গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা। নম্র স্বভাবা। চাকুরে পাত্র চাই—শ্রীমতি কমলা দেবনাথ, তাহেরপুর বি. ২৯, পোঃ তাহেরপুর, নদীয়া।

পাত্রী (২২) (৫'), দশম মান, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত স্বভাবা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। উপযুক্ত পাত্র চাই—শ্রীকার্তিক দেবনাথ, দি রিলায়েবেল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্, ১৩৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩।

পাত্র (২৭) (৫'-১০"), বি. কম, টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে অফিসার (chief) (১৪০০), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, ভুবনেশ্বরে কর্মরত। ফর্সা সুন্দরী স্মার্ট পাত্রী চাই—শ্রীমন্ত মোহন নাথ, হাটথুবা, ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৬৯।

পাত্র B. Sc. পাশ ৩০ বৎসর বয়স্ক নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত যুবকের জন্য (৬' লম্বা) শিক্ষিতা সুন্দরী পূর্ববংগীয় পাত্রী চাই। পত্রালাপ করুন। শ্রীমতী কুন্তলতা নাথ, c/o অধ্যাপক ৺অমৃতলাল নাথ, রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদা, ৭৩২১০১।

পাত্রী (২০) (৫'-২") বি. এ. ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, রুচীশীলা এবং পাত্রী (২২) (৫'-২"), বি. এ. সুগায়িকা, মধ্যম বর্ণা, স্মার্ট, স্বাস্থ্যবতী, রুচীশীলা। উপযুক্ত পাত্র চাই—সুহৃদ দেবনাথ, ২০৭/১৬২ বি. টি. রোড, কলি-৩৬।

পাত্রী (২০) (৫'-১"), ১২ ক্লাসে পাঠরতা স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, রামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবারের পাত্র হইলে ভাল হয়। জি. সি. নাথ, c/o "রূপায়ন", ১৭০ ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী রোড, কলি-৮৫।

পাত্র (৩২) বি. এস্ সি মান, ওয়ারলেস অপারেটর (পোলিশ) (৭০০), স্বাস্থ্যবান, কলিকাতায় বাড়ী। উপযুক্ত পাত্রী চাই এবং

পাত্রী (২৫) ৫'-২"), পি ইউ অনুত্তীর্ণা, সঙ্গীতে একাধিক ডিপ্লোমা প্রাপ্তা, ফর্সা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী, শান্ত স্বভাবা। উপযুক্ত পাত্র চাই—গুরুপদ ভৌমিক, ২০৭/৫৪ বি. টি রোড, কলি-৩৬।

পাত্রী সুন্দরী বয়স ২৯ বৎসর M. A. (Pol. Sc.), B. Ed. নৃত্যগীত পটিয়সী। সাংসারিক কার্য্যে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীরামপদ দেবনাথ, নিউ ব্যারাকপুর, হরেন্দ্র মুখার্জী রোড, পোঃ নিউ ব্যারাকপুর, জিঃ-২৪ পরগণা।



রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত এক টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, দত্তঘাট, পোঃ চুঁচুড়া, জিলা—হুগলী

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত এক টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

ব্রহ্মাকৃত-শ্রীশিব-স্তোত্রম্

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষু ষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥

নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রে লোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

নমঃ সুরাদিনাথায় সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু ষে।
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ॥

নমঃ সংখ্যায় যোগায় ভূতানাথয়ে বৈ নমঃ।
কপর্দ্দিনে কপালায় শঙ্করায় হরায় চ॥

বিরূপায় সুরূপায় শিবায় বরদায় চ।
ত্রিপুরঘ্নে মখঘ্নায় মাতৃনাং পতয়ে নমঃ॥

বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ শক্রস্য বরদায় চ॥

অগ্রায় চ তথোগ্রায় ব্যাগ্রায়া নেক চক্ষু ষে।
রজসে চৈব সত্বায় তমসে অব্যক্তযোনয়ে॥

অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় তে নমঃ।
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় তে নমঃ॥

অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় নমঃ।
অসূক্ষ্মায় চ সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মায় তে নমঃ॥

ভক্তানাং আর্তিনাশায় প্রিয়নারায়ণায় চ।
উমাপ্রিয়ায় শর্বায় গণাধিশায় তে নমঃ॥
পক্ষমাসার্দ্ধ পক্ষায় ঋতুসম্বাৎসরায় চ।
বহুরূপায় মুক্তায় দণ্ডিনেহ থ বরূথিনে॥
রথিনে ধ্বজিনে চৈব জটিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগ্‌ যজুঃ সামরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ॥
ইত্যেবমাদিচরিতৈঃ স্তুতিস্তুত্য নমোঽস্তু তে॥

ইতি ব্রহ্মাকৃত-শ্রীশিব-স্তোত্রম্

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা-১২ হইতে ২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কালীমন্দির নিবাসী প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র ৺শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে—

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা

নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু:

"সন্তান বাৎসল্য ও পিতৃভক্তি"

রচনাটি যেন কোনমতেই শৈবভারতীর চার পৃষ্ঠার অধিক না হয়।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৮

পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও তাহাদের রচনা আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপা হইবে।

প্রথম পুরস্কার—**পঞ্চাশ টাকা** ★ দ্বিতীয় পুরস্কার—**পঁচিশ টাকা**

সম্পাদকীয়

হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতি অরণ্য-সম্ভব। অরণ্যেই প্রথম বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল ঋষিদের কণ্ঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রসার ও প্রচার ঘটেছিল মঠ, মন্দির, গুহা, আশ্রম প্রভৃতি দেবস্থানকে আশ্রয় করে। সমগ্রভারত ও সন্নিহিত রাষ্ট্র বাংলদেশ, পাকিস্থান ও নেপাল এই সব হিন্দু মঠ-মন্দিরের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। গত এক হাজার বৎসর ধরে এদের উপর বহিরাগত বিধর্মীদের আক্রমণ হয়েছে বার বার; তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বহু মঠ, মন্দির ও বিহার। তবু খৃষ্টানদের ভজনালয় বা গীর্জার ন্যায় এরাই অব্যাহত রেখেছে হিন্দু ধর্মের প্রবাহটিকে যুগ যুগ ধরে। জনসাধারণের মধ্যে আজও ধর্ম-ভাবের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা টিকে আছে এইসব দেবস্থানকে আশ্রয় করেই।

বিপুল সংখ্যক এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থস্থানে অবস্থিত অতি অল্প কয়েকটিরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। অগণিত সংখ্যক বাকী মঠ-মন্দিরগুলির অবস্থা কিন্তু খুবই নৈরাশ্যজনক। খৃষ্টান ভজনালয়গুলির ন্যায়, সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ অর্থানুকুল্য এদের পেছনে নেই, ফলে এদের অধিকাংশগুলিই বর্তমানে অর্থাভাবে দীন, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। মুষ্টিমেয় ভক্ত বা তীর্থযাত্রীর প্রণামীর উপর নির্ভর করে কোন মতে টিকে আছে মাত্র।

এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ ও তাঁদের অনুগামী নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত মঠ-মন্দিরের সংখ্যা নগন্য নয় ভারতের এমন কোন অঞ্চল বা প্রদেশ নেই যেখানে নাথ-যোগীদের মঠ, মন্দির, আশ্রম, গুহা বা টীলা দেখা যায় না। এমন কি ভারতের

বাহিরে—নেপাল, তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ ও পাকিস্থানেও নাথ-পন্থীদের বহু মঠ-মন্দির বিদ্যমান। এইসব মন্দিরে শিব, কালী, ভৈরব, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের বিগ্রহ বা পাদুকা প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এইসব মঠ-মন্দিরে এসে ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়। বিশেষ তিথি-উপলক্ষ্যে এইসব স্থানে মেলা-মানৎ চলে।

এইসব নাথ মঠ-মন্দিরগুলির আর্থিক অবস্থা সাধারণ হিন্দু মন্দির-গুলির অনুরূপ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি, যেমন উত্তর প্রদেশের গোরখ-পুরস্থিত 'গোরক্ষনাথ মন্দির,' হরিয়ানার 'বোহর মঠ,' কচ্ছে 'ধীনোধর নাথের মঠ', বিঠ্‌ঠলে 'যোগাশ্রম মঠ', নেপালের 'মৃগস্থলী', হরিদ্বারের 'ভেষ বারহ পন্থেব মন্দির' প্রভৃতি অর্থসম্পদে স্বচ্ছল। বাকী কয়েকশত মন্দির অর্থাভাবে দীন ও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ।

পশ্চিমবাংলার নাথ-যোগীদের মঠ-মন্দিরগুলির চিত্রটিও কিন্তু সর্বভারতীয় চিত্রেরই একটি ক্ষুদ্র অনুকৃতি। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় অন্যূন ত্রিশটি মঠ, মন্দির বা দেবস্থান আছে যেগুলি হয় নাথ-যোগী-দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা যাদের সেবাইত নাথ-যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ। মুখ্য মন্দিরগুলির মধ্যে দমদমের নিকটবর্তী 'গোরক্ষবাসলী' বা 'গোরক্ষবাসী মঠ', হুগলী জেলার মহানাদে 'জটেশ্বর শিব মন্দির', মেদিনীপুরের পাশকুড়ার নিকটবর্তী 'সিদ্ধকুণ্ড ও সিদ্ধনাথের মন্দির' উল্লেখযোগ্য। চুনাগলির তিনশতাধিক বৎসরের প্রাচীন কালীবাড়ীটিও উল্লেখের দাবী রাখে। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত মন্দিরগুলি ছড়িয়ে আছে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায়। বীরভূম জেলার নন্দীগ্রামে জনৈক নাথ-যোগীর সমাধি, বক্রেশ্বরের 'বক্রনাথ' বাঁকুড়া জেলার বেহুলা-ডিতে অবস্থিত 'সিদ্ধাচার্য মন্দির ও নাথ-সিদ্ধ শিব-লিঙ্গ', হুগলী জেলার মহানাদের নিকটবর্তী দাসপুর ও দাবড়া গ্রামে নাথ-যোগী বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত মন্দির মণিরাম পুরের ধর্মঠাকুর, হাওড়া জেলার বেলুড়ের নিকটবর্তী সকীপুরে গোরক্ষনাথের মর্মর মূর্তিসহ যোগাশ্রম, বাউরিয়া গ্রামে নাথ মঠ, খুরট গ্রামে ধর্ম-ঠাকুর ও শীতলা দেবী,

২৪ পরগণার বড়শী মাধবপুরে 'বদরিনাথ মন্দির', দমদমে নাগের বাজারের নিকটে বাটগাছি-তে 'কালী মন্দির', কলিকাতার মানিকতলা ও মীর্জাপুরে শীতলা মন্দির, উল্টোডাঙ্গায় পদ্মনাথ প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির প্রভৃতি হয় নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত অথবা নাথ-যোগী সেবাইত কর্তৃক পরিচালিত।

কিন্তু এদের সবক'টিরই আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। এমন কি, মহানাদে জটেশ্বর শিবের যে নিত্য পূজা হয়, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত অর্থাভাবে ভোগ নিবেদন হতো না। এইসব মঠ, মন্দির, দেবস্থানগুলি কোথাও কোথাও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ, কোথাও বা ধ্বংস প্রাপ্ত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় ভক্তের প্রণামীতে পূজা বা উৎসবাদি সম্পন্ন হয়।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে যদি আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাই, তবে এইসব মঠ মন্দিরগুলির সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। স্বজাতীয় সকলের নিকট রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আবেদন তাঁরা যেন এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত মঠ-মন্দিরগুলির জন্য যথাসাধ্য অর্থানুকুল্য করেন।

যোগ ও যোগী

ব্রহ্মচারী গোরক্ষ নাথ শাস্ত্রী

আমাদের দর্শন-শাস্ত্রগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখি, সাংসারিক জন্ম মরণাদি দুঃখ নিবৃত্তি এবং অন্তে পরম পদ প্রাপ্তির উপায় হিসাবে যোগ শাস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় দর্শন নেই। বাস্তবিক পক্ষে, যোগজ-ধর্ম খুবই উৎকৃষ্ট বস্তু। ইহার প্রভাবে মহর্ষি বিশ্বমিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য এক দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মান করেছিলেন। এই ধনে ধনী বশিষ্ট মহারাজ দিলীপের সন্তান না হওয়ার অদৃশ্য কারণ বলে দিয়েছিলেন। এই অজেয় শক্তির বলে বলীয়ান হঠ-যোগ প্রবর্তক যোগাচার্য শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধদের অমিত প্রভাব আবাল-বৃদ্ধ সকলের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাঁদের যশ অদ্যাপি সূর্যের প্রভার ন্যায় দেদীপ্যমান। এই যোগ-শাস্ত্রের কৃপায় ভক্তি ও মুক্তি দুই-ই সহজে লাভ করা যায়। সনাতন পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করার শক্তিও যোগাভ্যাসের দ্বারা লাভ করা সম্ভব।

অধিক কি, স্বয়ং শ্রীআদিনাথ মহেশ্বর ভগবতী ভবানীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সকল প্রকার কল্যাণ সাধনে যোগই শিরোমণি বা সর্বোত্তম।

স্বামী শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী সকল সাধনের মূল এবং সর্বোৎকৃষ্ট সাধনরূপে যোগকেই স্বীকার করেছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বেদব্যাস পুত্র শুকদেব পূর্বজন্মে এক বৃক্ষের শাখায় লুক্কায়িত থেকে ভগবান শিবের মুখ-নিসৃত যোগোপদেশ শ্রবণ করে পক্ষী যোনি থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং পরজন্মে যোগী হয়েছিলেন। যোগোপদেশ শ্রবণেরই যদি এই ফল হয়, তবে যোগ-সাধনায় ব্রহ্মানন্দ ও সর্বসিদ্ধি লাভ হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যোগের বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—অবিদ্যায় বদ্ধ হয়ে আত্মা জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন তাপের অধীন হয়। এই তাপ থেকে মুক্তির উপায় হলো যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াজালকে জানা যায় না। যিনি যোগী তাঁর কাছে প্রকৃতি তার মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। ঐ যোগী পুরুষে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি লীন হলে সেই পুরুষ আর পুরুষপদ বাচ্য থাকেন না। তখন তিনি আত্মা নামে সৎস্বরূপে অবস্থান করেন। এই সৎস্বরূপে অবস্থান করায় বলে যোগকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হয়। যোগ ধর্ম-জগতের একমাত্র পথ। এই যোগ বিহীন সাংসারিক জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে অজ্ঞান। এতে কেবল সুখ-দুঃখেরই অনুভব হয়, মুক্তির-পথে চলার সহায়ক হয় না। পরম যোগী মহাদেব বলেছেন—

"যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদম্, ভগবতীশ্বরী।"

—হে পরমেশ্বরী, যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হবে?

শিব সর্বদা পার্বতীকে যোগের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। যথা—

জ্ঞাননিষ্ঠো বির ক্তোঽপি ধর্ম জ্ঞোঽপি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা যোগেন দেবোঽপি ন মুক্তিম্ লভতেপ্রিয়ে॥
(যোগবীজ)

—হে প্রিয়ে, জ্ঞান নিষ্ঠ, সংসার-বিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় বা কোন দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে, মুক্তিলাভ করতে পারেন না। যোগরূপ অগ্নি সকল পাপরাশি দগ্ধ করে দেয় এবং যোগ সাধনার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানেই লোক দুর্লভ নির্বাণ-পদ লাভ করে। যোগানুষ্ঠান দ্বারা সমাধি-অভ্যাস পক্ক হলে অন্তকরণের মালিন্য-দোষের নিবৃত্তি হয়। তখন বিশুদ্ধ অন্তকরণে আত্মদর্শন হওয়া মাত্রই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। ফলে স্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বিচরণশীল হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যদৃঢ় হয় না। চিত্তও স্থির হয় না এবং চিত্তের ধ্যেয়াকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। ততক্ষণ পর্যন্ত যে জ্ঞান তা মিথ্যা

প্রলাপ মাত্র। উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্য বশীভূত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানের উদয় হয় না। কিন্তু চিত্ত তো সর্বদা চঞ্চল। কিভাবে চিত্ত স্থির হবে? উত্তরে শাস্ত্র বলছে—"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্ যোগো মর্যৈকচিত্ততা।" যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগাভ্যাসেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তের একাগ্রতা হলেই জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন এবং আত্মা বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেই সঙ্গে যোগ বলে অমানুষিক ক্ষমতাও লাভ হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন কেবল অলৌকিক শক্তি লাভের অভিলাষে যোগসাধনা করা উচিত নয়। দেশ, সমাজ ও জাতির মধ্যে প্রশংসাও অবশ্যই লাভ হয়। কিন্তু যে এই সবই চায়, সে ঐ সবই পায়। অতএব, ব্রহ্মকে লাভ করার উদ্দেশ্যেই যোগ-সাধনা করা উচিত।

সম্প্রতি এই বিনাশোন্মুখ জড় যুগে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈর্ষা, কলহ প্রবলরূপে বর্তমান যার ফলে প্রত্যেক মানুষ অপরকে হীন করতে সচেষ্ট। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় যোগ-সাধনার দ্বারাই সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন সম্ভব। ইহা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।*

* 'নাথ-সন্দেশ' মার্চ-১৫,'৮১ সংখ্যা থেকে শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ কর্তৃক অনূদিত

কর্ণাটকে নাথ-সম্প্রদায়

ডঃ এম. এস. কৃষ্ণমূর্তি

'ভক্তি দ্রাবিড় উপজী'—এই উক্তিতে কবীর ভক্তির উৎপত্তিস্থলের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ভাগবত মাহাত্ম্যে ভক্তির বর্ণনা আছে। তদানুসারে ভক্তি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন এবং কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধি কর্ণাটকে গতা-ভা. মা ২।৪৮। কর্ণাটক কেবল ভক্তিরই নয়, অন্যান্য অনেক সাধন মার্গেরও বিহার-ভূমি। শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি না হলেও কর্ণাটক তাঁর তপোভূমি, রামানুজাচার্যের প্রপত্তি-ভূমি, মাধ্বাচার্যের জন্মভূমি, সন্ত বসবেশ্বরের কল্যাণভূমি। শুধু তাই নয়, সন্ধান করলে এটাও সুস্পষ্ট হবে যে নাথ-পন্থের উন্নায়ক গোরক্ষ-নাথের জন্মভূমি ও বিহারভূমিও এই কর্ণাটক। গোরক্ষ-সহ স্বনাম স্তোত্রে গোরক্ষনাথজীর জন্মস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

অস্তিযাভ্যাং দিশি কশ্চিদ্দেশো বড়বনামকঃ।
তত্রাজনি মহাবুদ্ধির্মহামন্ত্রপ্রসাদতঃ॥

ডঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর মতে এই বড়ব দেশ হলো গোদাবরী তীর। নাসিকের নিকটবর্তী ত্র্যম্বকেশ্বর বহু প্রাচীন শিবক্ষেত্র। ইহা গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থলও বটে। ব্রীগস্ মনে করেন, এখানে গোরক্ষনাথের একটি শিলামূর্তি বিদ্যমান। তাই গোদাবরী তীরকে গোরক্ষনাথের জন্মভূমি বলে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এই 'বড়ব' কন্নড় ভাষার 'বড়গ' (উত্তর) শব্দের রূপান্তর মাত্র। কন্নড় ভাষার আদিগ্রন্থ 'কবিরাজ মার্গে' কর্ণাটকের সীমা সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—

কাবেরীয়িংদমা গোদাবরীবরামিদং নাড়দা কন্নড়দোল।
ভাবিষদ্ জনপদং বসুধাবলয় বিলীন বিশদ বিষয় বিশেষম্॥

(কবিরাজ মার্গ, ১।৩৬)

কর্ণাটক দেশ কাবেরী থেকে সুরু করে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর কর্ণাটককে আজও 'বড়্গানাড়ু' বলা হয়। আজও উত্তর কর্ণাটকে এমন কিছু স্থান আছে যেখানে নাথ-পন্থের অবশেষ দৃষ্ট হয়। বাদমী তালুকের মহাকূট, নাগনাথন্, কোল্ল, সিদ্দরপডে, সিদ্ধন কোল্ল, প্রভৃতি স্থান নাথ-পন্থীদের সাধন ক্ষেত্র ছিল। বেলগাঁও জেলাতেও কিছু সিদ্ধ ক্ষেত্র বর্তমান। 'বেড্কীহাক' নামক গ্রামে সিদ্ধদের এক মন্দির রয়েছে। লোংডার নিকটবর্তী দেবরাই নাগরাল স্টেশনের কাছে 'হণ্ডেবড়গনাথ' নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ক্ষেত্র। এখানে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে কুম্ভযোগে মেলা বসে। এই 'হণ্ডে কড়গনাথ' হণ্ডে কুরুণ নামক পশুপালক জাতির আরাধ্য দেবতা। ইহাদের সহিত হাড়ীপা, হাড়ী, ভডঙ্গনাথ প্রভৃতি নাথপন্থী যোগীদের সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। গদগতালুকে 'কপ্পত্গুড্ড' নামে যে পাহাড় আছে, তার সম্বন্ধে বলা হয় যে নাগার্জুন নামে রসসিদ্ধ এখানে ছিলেন। এই তালুকে 'নাগাই' নামক গ্রামে নাগার্জুনের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। উমদীতে রয়েছে মল্লিকার্জুন এবং অমকসিদ্ধের মন্দির। এই মন্দির দুটির পূজারী 'হণ্ডে কুরুণ' নামক পশুপালক জাতির অন্তর্ভুক্ত। উমদীর নিকটবর্তী 'হুলজন্তি' নামক অন্য একটি গ্রামে সিদ্ধ মালপ্প বা মালিঙ্গ রায় নামক এক সিদ্ধের মন্দির বিদ্যমান। এই সিদ্ধ মালপ্প তাঁর বংশধর এবং অনুগামীগণ 'হণ্ডেকুরুণ' জাতিভুক্ত। ম্যাঙ্গালোরের কাদিরে এবং এই জেলার ধর্মস্থলে পূজিত শিবলিঙ্গের নাম 'মঞ্জু-নাথ'। শিবের এইরূপ নাম কোন অভিধানে বা প্রাচীন শিব সহস্র নামে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতে শিবের মঞ্জুনাথ নাম ঐ দুই স্থানের শিবলিঙ্গের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। স্বর্গীয় শ্রীগোবিন্দ পাইজী প্রমাণিত করেছেন যে কাদিরে প্রথমে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। সেখানে পূর্বে বোধিসত্ত্ব বা মঞ্জু ঘোষের পূজা হতো। পরে গোরক্ষনাথের প্রভাবে দুই শিব-লিঙ্গই মঞ্জুনাথ নামে অভিহিত হন। কাদিরে লোকেশ্বরের একটি কাংস্য মূর্তি আছে। কিম্বদন্তী এই যে, পরম শিবভক্ত অলুপ

বংশীয় রাজা কুন্দবর্মা লোকেশ্বর নামক ঐ দেবমূর্তিকে কাদরি বা কদরিকা নামক মনোহর বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শ্রীকুন্দবর্মা গুণবানলুপপেন্দ্রো মহীপতিঃ।
পাদারবিন্দ ভ্রমরো ভাল চন্দ্র শিখা মনেঃ॥
লোকেশ্বরস্য দেবস্য প্রতিষ্ঠামকরোৎ প্রভুঃ।
শ্রীমৎ-কদারিকা নাম্নি বিহারে সুমনোহরে॥

(সমর্পণ শ্রীধর্মস্থল মঞ্জুপ্য হেগড়ে কী
সমর্পিত অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ৬০)

শ্রীপাইজী এই ঘটনার সময় ১০৬৮ খৃঃ বলে স্থির করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, পূর্বেকার লোকেশ্বর পরে মৎস্যেন্দ্র নাথের সহিত একীভূত হয়ে যান। অতএব, এটি তাঁরই মূর্তি। অন্য এক সম্প্রদায় মনে করে 'শ্রীভারদ্বাজ সংহিতা'র অন্তর্গত 'কদলী-মঞ্জুনাথ-মাহাত্ম্য' অনুযায়ী কদলীতে পরশুরাম কর্তৃক মঞ্জুনাথ প্রতিষ্ঠিত হন। শক্তিরূপিনী বিন্ধ্যবাসিনী মঙ্গলাদেবী (যাঁর নামানুসারে ম্যাঙ্গালোরের নামকরণ হয়েছে) এখানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গ্রন্থে মঞ্জুনাথের সঙ্গে নবনাথের সম্বন্ধাদিও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির ন্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথও পরমতত্ত্বরূপে পূজ্য। নিম্নশ্লোকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যং বিষ্ণু প্রবদন্তি বৈষ্ণবগণাঃ
শৈবা শিবং শক্তিকাঃ শক্তিং
ভাস্করভক্তিকাঃ দিন মনিং, ব্রহ্মস্বরূপং দ্বিজাঃ
মৎস্যেন্দ্রং মুনয়ো বদন্তি সততং লোকেশ্বরং বৈরিকাঃ
অন্যে তং করুণাময়ং প্রতিদিনং তন্নৌ মি সিদ্ধেশ্বরম্॥

(নেপাল-সিদ্ধাচল-মৃগস্থলী-কদলী-মঞ্জুনাথ মাহাত্ম্য, পৃ. ১৪৫)

দক্ষিণ কন্নড় জেলায়ও কিছু নাথ-পন্থী মন্দির আছে। ম্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী কদরী পাহাড়স্থিত যোগী মঠ কর্ণাটকের সবচেয়ে বড় গোরক্ষ-মঠ। আজও এখানে গোরক্ষ-পন্থী মহন্ত রয়েছেন। এখানে

গোরক্ষনাথের একটি প্রাচীন সুন্দর কাংস্যমূর্তি এবং মনুষ্যাকার একটি শিলা মূর্তি বিদ্যমান। স্বর্গীয় গোবিন্দ পাইজী বলেন, প্রথমে ইহা কদরিকা নামে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। গোরক্ষনাথ স্বয়ং এখানে এসে এটিকে নাথ পন্থী মঠে রূপান্তরিত করেন। কদরীছাড়া উত্তর তালুকের বিট্‌ঠলেও নাথ-যোগীদের এক মঠ আছে। উড়্‌পী তালুকের সুড়া গ্রামেও এক মঠ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাসরগোড় তালুকে মঙ্গল পাডীর নিকট পীসড়িগুড়ে নামক পাহাড়ে পূর্বে বহু যোগীর বাস ছিল। এখানে আজও প্রচুর (চিতা) ভস্ম দেখতে পাওয়া যায়। লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা নিয়ে যায়।

মহীশূর জেলার কৃষ্ণরাজ নগরের নিকটবর্তী 'কপ্পড়ী' গ্রামে নাথ-পন্থীদের এক মঠ আছে। মহীশূরে 'যোগী' নামক এক জাতিও বাস করে। এই জাতির সাধুরা শিঙ্গা ধারণ করেন এবং কর্ণে কুণ্ডল পরেন। এই জাতি যে নাথ-পন্থী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ইহা ছাড়া, কর্ণাটকের কোন কোন প্রাচীন শিলা-লেখেও নাথ-পন্থী যোগীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। চিত্রদুর্গ জেলার জগলুর শিলা লেখে (১২৭৬ খৃঃ) জনৈক শিব-যোগী চক্রবর্তী প্রসাদ দেবকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই শিব-যোগীর বর্ণনায় নাথ-পন্থী পঞ্চমুদ্রা এবং আদিনাথ, চতুরঙ্গীনাথ··· নরনাথ পন্থের কথা আছে। তা থেকে, তাঁর উপর নাথ-পন্থী প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।* (আগামীবারে সমাপ্য)

* হিন্দী "যোগবাণী", ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যা থেকে শ্রীখুসীলাল নাথ কর্তৃক অনুদিত।

গ্রন্থ-পরিচয়

'ভারতবর্ষীয় নাথ-সংস্কৃতি পরিষদ' গোরখনাথ মন্দির, গোরখপুর। কর্তৃক প্রকাশিত নাথ-যোগ বিষয়ক মাসিক পত্র 'যোগ-বাণী' গত চার পাঁচ বৎসরে হিন্দীভাষাভাষী পণ্ডিত, গবেষক ও সাধকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অধ্যাত্ম, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সদাচার বিষয়ক পত্রিকা বলে অভিহিত হলেও মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ প্রবর্তিত যোগ ও নাথ-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গোরখপুর থেকে প্রকাশিত অপর একটি জনপ্রিয় হিন্দী মাসিক 'কল্যাণে'র ন্যায় 'যোগ-বাণী'র বৎসরের প্রথম সংখ্যাটি (জানুয়ারী) বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক ও সাধকের মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বৃহদাকারে বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। 'যোগবাণী'র পূর্ববর্তী চারিটি বিশেষ সংখ্যা 'গোরখ-বিশেষাংক', 'যোগাসন বিশেষাংক', 'গোরখ-বাণী বিশেষাংক' এবং 'গোরখ-সিদ্ধান্ত বিশেষাংক' এক হিসাবে যোগ বিষয়ে 'কোষ' গ্রন্থরূপে অভিহিত করা যায়।

বর্তমান বৎসরে (জানুয়ারী-'৮১) যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'হঠযোগ বিশেষাংক'। ৩১৮ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটি মূলতঃ দুটি অংশে বিভক্ত। ১৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথম অংশটিতে প্রখ্যাত সাধক, গবেষক ও পণ্ডিতদের ২৫।২৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলি মুখ্যতঃ হঠ-যোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক। দ্বিতীয় অংশ (১৫৪ পৃঃ) রয়েছে স্বামী স্বাত্মানন্দ যোগী রচিত হঠ-যোগ বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'হঠ-যোগ-প্রদীপিকা'র সংস্কৃত মূল ও হিন্দী ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, হিন্দী ব্যাখ্যাটি অতি প্রাঞ্জল এবং অল্প হিন্দী জানা পাঠকের পক্ষেও সহজ বোধ্য। হঠ-যোগ প্রদীপিকায় বর্ণিত ১৫টি যোগাসন চিত্রের সাহায্যেও প্রদর্শিত হয়েছে। অধিকন্তু, সংখ্যাটিতে ভগবান শিব, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের চিত্র ছাড়াও গোরখপুর মঠের পূর্বতন ও বর্তমান মঠাধীশ, যোগীরাজ গম্ভীর নাথ, মহন্ত দিগ্বিজয় নাথ, অমৃতনাথ,

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রেরণা

কৃষ্ণচৈতন্যানন্দ নাথ

জয় শৈব-নাথ-যোগী রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।
'শৈবভারতী' আশা দিল হবে জাগরণ॥
স্বধর্ম লুপ্ত ছিল বল্লাল সেন হতে।
'যোগিসখা' নিল কিছু প্রগতির পথে॥
'শৈবভারতী' প্রকাশিছে যোগ ও যোগীর বাণী।
তারে তারে ঝঙ্কার মা তুমি বীণাপাণি॥
তেরশ চৌষট্টি সন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।
স্বধর্মে ফিরিতে প্রথম করিলা সম্মেলন॥
তেরশ সাতাশি সন প্রথম বৈশাখ মাস।
মুখপত্র 'শৈববাণী'র প্রথম প্রকাশ॥
তেরশ অষ্টাশির বৈশাখ মাস হতে।
'শৈববাণী'র রূপান্তর 'শৈবভারতী'-তে॥
যোগধর্ম বিহনে হয় জগৎ-পতন।
যোগীশ্বর বিনা দক্ষযজ্ঞের মতন॥
যোগ-নিন্দায় প্রলয় নাচ নাচেন মহাকাল।
মাসিক 'শৈবভারতী' ভরসা কেবল॥
প্রতিদিন প্রাতে স্মরি শিব-শ্রীচরণ।
দীন অধমের এই সদা আকিঞ্চন॥

———

(৮১ পাতার শেষাংশ)

সুন্দরনাথ ও অবেদ্য নাথজীর চিত্র সংখ্যাটির বিশেষ সৌষ্ঠভ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। হিন্দী যোগ সাহিত্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে বিবেচিত হবে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। হঠ-যোগ বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা এই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করলে লাভবান হবেন, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। পৃথকভাবে এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য দশ টাকা।

—শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ

জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

সুবোধকুমার নাথ এম. এ., বি. টি.

ভারতীয় হিন্দু সমাজেব জাতিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে,—আদি বৈদিক সমাজে কোন জাতিভেদ ছিল না। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ প্রচলিত হয়, সামাজিক প্রয়োজনে, বৈদিক যুগেব শেষ ভাগে। অন্ত্য বৈদিক যুগের এই জাতিভেদ জন্মগত বা বংশগত ছিল না,—ছিল গুণ ও কর্মগত। পববর্তীকালে, গুণ ও কর্মগত এই জাতিভেদ একরকম জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই সময়েও, এক জাতির কেউ যে অন্যজাতিভুক্ত হতে পারতেন না তা নয়; ইচ্ছা করলেই তিনি অন্য জাতির গুণ ও কর্ম আয়ত্ত করে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হতেন। আবো পরবর্তীকালে জাতিভেদের কড়াকড়ি দেখা দেয়। এর পর থেকে জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত হয়ে পড়ে। এই জন্মগত জাতিভেদই বর্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত। গুণ ও কর্ম যাই হোক না কেন, জন্মসূত্রে যার যে জাতি সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার "জাতিভেদ প্রথা, ধমগুরু ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র" প্রবন্ধে করা হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুজাতির অস্তিত্ব থাকলেও জাতি মূলত চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারটি জাতিই পরবর্তীকালে আরো বিভাজনের ফলে বর্তমানের বহুজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে, সামাজিক প্রয়োজনে, যে জাতিভেদের প্রচলন হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল গুণ ও কর্ম। এই গুণ ও কর্ম স্বভাবতই, স্থূল অর্থে, সামাজিক কর্ম এবং ঐ কর্ম সম্পাদনের জন্য

প্রয়োজনীয় গুণ। তবে এই গুণ ও কর্মভিত্তিক জাতিভেদের পশ্চাতে যে তত্ত্ব ছিল তার সৃষ্টি হয়েছিল মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায়। সেখানেও মনে হয়, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই জাতিভেদতত্ত্ব অনুভূত হয়েছিল। তবে এই গুণ ও কর্মকে মুনি-ঋষিরা সূক্ষ্ম অর্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। গুণ ও কর্মের এই সূক্ষ্ম অর্থের ওপর ভিত্তি করেই বৈদিক সমাজে প্রথমে জাতিভেদের কাঠামো রচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে, কিছুটা সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের অজ্ঞানতা ও কিছুটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থপর মানুষের ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগের জন্য, গুণ ও কর্মভিত্তিক জাতিভেদতত্ত্বের গুণ ও কর্মের সূক্ষ্ম অর্থের পরিবর্তে স্থূল অর্থ করা হতে থাকে। এই ভাবেই, কালক্রমে, স্থূল অর্থে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে রচিত জাতিভেদপ্রথা সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হয়।

ভারতীয় বৈদিক সমাজের জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধ। এখন, যে সময় থেকে ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হতে থাকে, অস্মাবৈদিক যুগ তার অনেক আগেকার। সুতরাং এই আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্য আশা করা নিশ্চয় চলে না। কাজেই ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে যে সমস্ত আভাস-ইঙ্গিত রয়েছে, প্রধানত তার ওপর ভিত্তি করেই একটি যুক্তি সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই।

ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দুটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়,—(১) আর্য ও (২) দাস বা দস্যু। এই জাতিভেদ আলাদা আলাদা রক্তের ভিত্তিতেই ছিল বলে মনে হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পরে এটা আরো নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর্যেরা যখন ভারতে এলেন তখন এদেশের প্রাগার্য জাতির সঙ্গে তাদের সংঘাত হয়। প্রাগার্য জাতির সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক আর আর্যেরা ছিলেন যাযাবর; তাঁদের জীবিকা ছিল প্রধানত পশুপালন। পরবর্তীকালে যখন এদেশে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তখন কৃষিকার্যও এঁদের একটি প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাগার্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল

আর্যদের তুলনায় অনেক উন্নত। এই প্রাগার্য জাতিকে আর্যেরা বলতেন দস্যু বা দাস। এই দস্যু বা দাসদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাতের ইঙ্গিত এবং আর্য কর্তৃক দস্যু বা দাসদের নগর সভ্যতার ধ্বংসের ইঙ্গিত[৭] রয়েছে ঋগ্বেদে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে,—আর্য জাতি হচ্ছে বহিরাগত সেই মানবগোষ্ঠী আর্য-রক্ত যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত এবং দস্যু বা দাস হচ্ছে সেই মানবগোষ্ঠী যাঁদের ধমনীতে বইছে ভারতের আর্যপূর্ব অধিবাসীর রক্ত।

এই সূত্র ধরেই, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে, কেউ কেউ, পরবর্তী কালের চারটি বর্ণ বা জাতির উদ্ভব-রহস্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। এঁদের মত হচ্ছে,—দেশের কোন কোন অংশে প্রাগার্য জাতি, আর্য কর্তৃক বিজিত হয়ে, আর্যদের দাসত্ব স্বীকার করে দাসরূপে, আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালের শূদ্র হচ্ছেন এই দাসেরা এবং আর্যেরা হচ্ছেন পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ। পরে, সময়ান্তরে প্রাগার্য জাতির সঙ্গে আর্যদের একটা সমঝোতা হয় এবং প্রাগার্যদের উন্নত সংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। রক্তের মিশ্রণ শুরু হয় এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় সঙ্কর জাতির। এইভাবে বর্ণসঙ্কর হিসেবে মাঝখানের জাতিগুলির সৃষ্টি। এদের মতে, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সঙ্করজাতি শূদ্র অনার্য এবং ব্রাহ্মণ আর্য। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা চলে না। কারণ,—

বিজয়ী আর্যেরা (বিশুদ্ধ আর্য রক্ত যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত) সঙ্কর জাতি কর্তৃক শাসিত হবেন এমন কথা বিশ্বাস করা চলে না। অন্ত্যবৈদিক যুগে এবং পরবর্তী সময়ে রচিত শাস্ত্রসমূহে যে সব রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে।

[ক্রমশঃ]

সামবেদীয় নিত্যপূজা পদ্ধতি

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, বিত্তারত্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুর্ম মূদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হয়। কুর্মমূদ্রা, যথা—বাম হস্তের তর্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে এবং বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে। পরে বাম হস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কুর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিলে কুর্মমূদ্রা হয়। ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে।

মানসপূজা ঃ হৃদয়ে প্রার্থনা মূদ্রা স্থাপন পূর্বক বাহ্যপূজার উপাচার উপকরণাদি বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানস পূজা করিবে।

প্রার্থনা মূদ্রা ঃ—চিৎভাবে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া হৃদয়ে সংস্থাপন করিলে প্রার্থনা হয়।

পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ভূতশুদ্ধি করিবে।

করন্যাস ঃ—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উল্লিখিত অঙ্গুলিগুলি পর পর স্পর্শ করিবে এবং শেষ মন্ত্রে তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ত তলদেশ বেষ্টন করিয়া করতল ধ্বনি করিবে।

অঙ্গন্যাস ঃ—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট। পূর্ববৎ করতল ধ্বনি করিবে।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি :—রং মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জল ধারা দিয়া আপনাকে বহ্নি বেষ্টিত চিন্তা করিয়া নাসিকাদ্বয় টিপিয়া ধরিয়া নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করিবে।

(১) ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

(২) ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

(৩) ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।

(৪) ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা।

পরে পুষ্প লইয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া পুষ্পটি দেবতার মস্তকে অথবা চরণে দিয়া পঞ্চোপচার, দশোপচার অথবা ষোডশোপচারে পূজা করিবে। উপাচার সমূহে প্রথমা বিভক্তি এবং দেবদেবীর নামে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া পূজা করিবে। যে উপাচার নিবেদন করিতে হইবে, তাহা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্বে এষ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্বে এষা শব্দ এবং ক্লীবলিঙ্গবাচক হইলে তৎপূর্বে এতৎ অথবা ইদম্ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

পঞ্চোপচার :—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

দশোপচার :—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পানীয় পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ষোডশোপচার :—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, আচমনীয় তাম্বূল, অর্চনা, স্তোত্রপাঠ, তর্পণ ও প্রণাম।

পূজান্তে আরতি করিবে। প্রথমে দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ) অর্ঘ্য পাত্র (পানিশঙ্খ) বস্ত্র, বিল্বপত্র যুক্ত পুষ্প, চামর দ্বারা আরতি করিয়া

শেষে শঙ্খধ্বনি করিবে। পরে পুনরায় প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র : ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধি হীনঞ্চ মৎ ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন। (মহেশ্বর, মহেশ্বরী, সুরেশ্বরি) দেবদেবী বিশেষে এই শব্দগুলির যে কোন একটি প্রয়োগ করিবে।

আরতির নিয়ম :—সকল দ্রব্যই অর্চনা করিয়া আরতি করিতে হয়। ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা মন্ত্রে ঘণ্টায় পুষ্প দিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে দীপমালাদি লইয়া ক্রমান্বয়ে দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার আরতি করিতে হয়।

সংক্ষেপে নিত্যপূজা পদ্ধতি এখানে সমাপ্ত।

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পরিচালনায়—বি. নাথ

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১২

পাত্র (৩২), বি. এস. সি, রেডিও ইঞ্জিনীয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। স্বাস্থ্যবান, বনেদী পরিবার। নিজস্ব বাড়ী ও জমি-জমা আছে। শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। এবং

পাত্রী (২২), বি. এ. পার্ট ওয়ান, মধ্যম বর্ণা, শান্ত স্বভাবা, গৃহ কর্মে নিপুণা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। উপযুক্ত পাত্র চাই—শ্রীমন্মথ নাথ, ডাঃ এস. এন. ব্যানার্জী রোড, পোঃ গারুলিয়া বাবুঘাট, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২৭), (৫′-২″), বি. এস. সি, বি এড, শিক্ষিকা (৭০০) সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারিণী। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীবাদল দেবনাথ, গ্রাঃ শালীপুর, পোঃ—নিভুজী বাজার, বর্ধমান।

পাত্রী (৩২) বি. এ, ফর্সা, উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, হাওড়া নিবাসী, বর্তমানে বিহার সরকারের অধীনে কর্মরতা (৭২৮), এবং কনিষ্ঠা (২৭) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রীযুক্তা উভয়ের জন্য পাত্র চাই। বি. নাথ, ২৩/১-এ ফীয়ার্স লেন, কলি-১২।

পাত্রী (২৩), (৫′-১″) বি. এ. পার্ট ওয়ান। একমাত্র কন্যা, সুকেশী, নম্র স্বভাবা, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীনিলমণি নাথ, সুন্দিয়া হাউসিং স্টেট, কোয়াটার নং এ/৬, পোঃ জগদ্দল, ২৪ পরগণা, পিন—৭৪৩১২৫।

পাত্রী (২২), (৫′), দশম মান, সুশ্রী, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকার্ত্তিক দেবনাথ, ৪২/৬৭ বেদিয়াডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন, কলি-৩৯।

পাত্র (৩১), (৫′-১০″), এম. এ., কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮০০), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পিতামহ ও পিতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। বর্ধমানে এবং দিল্লীতে নিজ গৃহ। সম্ভ্রান্ত বংশ খেলাধুলা ও কলাশিল্পে পারদর্শী। সুশ্রী কালচার্ড গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ, ১৬৮ নং টেগোর পার্ক, কিংওয়ে, পোঃ দিল্লী, পিন—১১০০০৯। [ফটো এবং জন্ম কুণ্ডলী সহ যোগাযোগ করুন]

পাত্রী ফর্সা সুদর্শনা, স্বাস্থ্যবতী, সুগায়িকা, সুরুচিসম্পান্না এবং অভিজাত পরিবারের কন্যা। বয়স ১৮ (৫'-২"), দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার অথবা প্রতিষ্ঠিত সুউপায়ী পাত্র চাই। শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (মায়াভিলা) অরবিন্দ রোড, পোঃ নিউ ব্যারাকপুর, জিঃ ২৪ পরগণা।

পাত্রী ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, সিংহরাশি, রং ফর্সা, বয়স ২৩।২৪ মধ্যে, লেখাপড়া সামান্য, গৃহকর্মে সুনিপুণা, দেবগণ, উচ্চতা ৫', পাত্রীর জন্য সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পূর্ব অথবা পশ্চিমবঙ্গীয়ে কোন আপত্তি নাই। যোগাযোগের ঠিকানাঃ শ্রীজহরলাল সমদ্দার, ১৪ নং মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৭০০০০৯

পাত্রী নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়ন করিয়াছে। মাঝামাঝি চেহারা, বয়স ২০ বৎসর, মুখশ্রী সুন্দর গৃহ কর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীপরেশচন্দ্র নাথ, গ্রাম রাণীবান্ধা, পোঃ—শাহাজপুর, জিলা বর্ধমান।

পাত্রী দাশগুপ্ত, বয়স ২২ বৎসর, উচ্চতা ৫'-৪", গড়ন মাঝারি, গৃহকর্মে সুনিপুণা, গায়ের রং উজ্জল শ্যামবর্ণ, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা গোত্র মৌদগল্য, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্য অথবা ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা— শ্রীচঞ্চলকুমার দাশগুপ্ত। c/o— প্রফেসর ৺সুবোধকুমার দাশগুপ্ত। ৮০ নং রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম, কলিকাতা ৭০০০২৮।

বিঃ দ্রঃ পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাঁচ লাইন পর্যন্ত পাঁচ টাকা। পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্য এক টাকা।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত এক টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, দত্তঘাট, পোঃ চুঁচুড়া, জিলা—হুগলী

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত এক টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

শ্রীশ্রীশিব-স্তোত্রম্

পশূণাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কীর্ত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্‌গঙ্গাবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥

পরেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নি ত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মবিভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধ মৌলে
মহেশান্ শূলিনজটাজুটধারিন্।
ত্বমেকো-জগদ্ব্যাপকে বিশ্বরূপ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে প্রাপ্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥

ইতি শ্রীশ্রীশিব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সম্পাদকীয়

স্বধর্মাভিমানী প্রত্যেক হিন্দু কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্রে পরিবেশিত যে কয়েকটি সংবাদে বিচলিত বোধ করবেন সেগুলো হলো ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ। তিরুনেলিভেলি জেলার মীনাক্ষীপুরমে কিছুদিন আগে প্রায় দেড়হাজার হরিজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই গ্রামের নূতন নামকরণ করে রহমতনগর। চেষ্টা চলছে সেখানে একটি মসজিদ স্থাপনের। পরের সংবাদ আর্কট জেলার বিল্লপুরম ও তাঞ্জাভুরে দুই শত হরিজনের ধর্মান্তর গ্রহণ। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তামিলনাড়ুতে আরও পাঁচ হাজার হরিজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংকল্প ও প্রস্তুতি।

এই ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণ না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং বলেছেন এই গণ-ধর্মান্তর তাদের দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবে না। আর্য-সমাজীরা সেখানে ছুটে গিয়েছেন ধর্মান্তরিতদের শুদ্ধি ক্রিয়া করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে। কিছুসংখ্যক ধর্মান্তরিতদের তাঁরা ফিরিয়েও এনেছেন এবং এদের পংক্তি ভোজনের অনুষ্ঠান করেছেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ, এই ধর্মান্তর গ্রহণের সবটুকুই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এর পেছনে জোর-জুলুম ও অর্থের প্রলোভনও রয়েছে এবং এই অর্থ আসছে কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে। তাই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সরেজমীন তদন্ত করে দেখছে এই বিপুল অর্থ আসছে কোথা থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও কড়া সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, জোর করে ধর্মান্তরকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু এ সবই তো রোগ নিরাময়ে বাইরের প্রলেপ। এতে ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ হয়ত বন্ধ হবে সাময়িকভাবে। সমাজ দেহ থেকে রোগ নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা এতে কতটুকু? দেশ স্বাধীন হয়েছে তিন দশকেরও বেশী আগে। অস্পৃশ্যতা বর্তমানে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবু হরিজনদের উপর ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তো সমানভাবেই অব্যাহত। হরিজনরা আজও এদেশে কতখানি ঘৃণিত ও নির্যাতিত, তার একটি ঘটনা দক্ষিণ ভারতেই ঘটেছিল কয়েকবৎসর আগে। সামান্য পকেটমারের অপরাধে একটি হরিজন বালককে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গায়ে কেরোসিন ঢেলে। ঘটনাটি বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের পার্লামেন্টের টনক নড়েছিল। বৎসর খানেক আগে ১৪ জন হরিজনকে ঘরবাড়ী সহ পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বিহারে।

বিদেশী রাষ্ট্রের মদতে এই ধর্মান্তর করণ হয়েছে বললেই কিন্তু আমরা দায়মুক্ত হইনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ. বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে পাঁচশত তপশীলি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার পিছনে বিদেশী মদত ছিল না। এর দায়-ভাগ আমাদের— তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানী হিন্দুদের। আমরাই এদের মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রেখেছি; ঘৃণায় ঠেলে দিয়েছি দূরে। সরকার এদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার কথা যাদের তারা, তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি। দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাথিতর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন, এর পরিণামে ভারতে আবার বিদেশী শাসন কায়েম হতে পারে। কিন্তু হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের বর্তমান মনোভাবের পেছনে ভারতের মঠ, মন্দিরের আচার্য, মহন্ত, সাধু সমাজ ধর্ম মহামণ্ডলেরও কি কিছু ভূমিকা ছিল না? শাস্ত্র-

ভগবান বলে, শাস্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে তারাই তো একদিন নিষিদ্ধ করেছিলেন হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ।

পূর্বে আমরা এই কলমে যা বলেছি, উপসংহারে তারই পুনরাবৃত্তি করি। এর জন্য মূলতঃ যারা দায়ী, সমাজের সেই উচ্চবর্ণাভিমানীরা, আপনাদের মিথ্যা জাত্যাভিমান ত্যাগ করুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এই মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকেই জন্ম নিয়েছে বিদ্বেষ ও বৈরিতা, যার ফলে ভারতে গড়ে উঠেনি কোন সংহতি চেতনা। বার বার মুষ্টিমেয় বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে ভারত হয়েছে পদানত। খৃষ্টানদের সংহতি চেতনাই একদিন তাদের ধর্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মূলেও আছে এই সংহতি চেতনা। বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে এই মিথ্যা জাত্যাভিমানের কোন মূল্য নেই। আজিও যদি আমাদের মধ্যে সংহতি চেতনা না জাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। ভারত তখন হয়তো শুধু দ্বিখণ্ডিতই নয়, বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় নেত্র উন্মীলন সম্ভব

জনৈক যোগসাধক

প্রত্যেক জীবেরই ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র বর্তমান। দুটি নেত্র আমাদের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু তৃতীয় নেত্র গুপ্তভাবে থাকে। যোগ-সাধনা দ্বারা তাকে উন্মীলিত করা যায়। যোগীদের ভাষায় ইহাকে শিব-নেত্র বলা হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবান শিব এই তৃতীয় নেত্র সংযুক্ত। তাঁহার রূপ-বর্ণনায় তাঁকে 'ত্রিনেত্র' 'ত্র্যম্বক' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যোগীদের অভিমত হলো, ভগবান শিবের ললাট-দেশ তৃতীয় নেত্র শোভিত তো বটেই, সকল জীবাত্মার ললাটেই এই নেত্র বিদ্যমান এবং যৌগিক-প্রক্রিয়ার দ্বারা এই নেত্রকে উন্মীলিত করা সম্ভব। শিবের তৃতীয় নেত্র তেজোময়, তিনি কামদেব মদনকে এই নেত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় নেত্র অকস্মাৎ উন্মীলিত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বিনির্গত হয়েছিল। মহাকবি কালিদাস শঙ্করের তৃতীয় নেত্র থেকে অগ্নি নির্গমনের বর্ণনা দিয়েছেন—

স্ফুরদুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদ্
ক্ষণা কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত।

(কুমারসম্ভব, ৩।৭১)

এই তৃতীয় নেত্র বা দিব্যচক্ষুর উন্মীলন যে কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব। যোগ-সাধক নিজ ইচ্ছানুযায়ী এই নেত্র থেকে অগ্নি নির্গত করতে পারেন। ইচ্ছা করলে জলও বাহির করতে পারেন। কারণ, সেখানে পঞ্চ-তত্ত্বের এক কেন্দ্র বর্তমান। শিব-নেত্রে (তৃতীয়) ব্রহ্মা, দক্ষিণ নেত্রে কাল এবং বাম নেত্রে শক্তির অধিষ্ঠান বলে কথিত হয়। এই তিনের সংযুক্তাবস্থাই পরমেশ্বরের রূপ। বিরাটে যে আত্ম-মণ্ডলের ত্রিপুটী আছে, এই তিন নেত্রকে তার ছায়া বলা হয়। শিব-নেত্র ব্রহ্মমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত, দক্ষিণ চক্ষু সূর্য-মণ্ডলের সঙ্গে এবং বাম

চক্ষু চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে। জ্ঞান-বিচারের উৎপত্তি শিব-নেত্র থেকে, ইচ্ছার উৎপত্তি দক্ষিণ নেত্র থেকে এবং 'ক্রিয়া'র উৎপত্তি বাম-নেত্র থেকে। মহাযোগী গোরক্ষনাথ তৃতীয় নেত্রকে জ্ঞান-নেত্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :—

সপ্তমং ভ্রু-চক্রং মধ্যমমঙ্গষ্ঠ মাত্রং জ্ঞাননেত্রং
দীপাকারং ধ্যায়েদ বাচাং সিদ্ধি ভবতি।

(সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি-২/৭)

প্রত্যেক দেহেই যে দিব্য-নেত্র (তৃতীয়) আছে তার প্রমাণ হলো এই যে, আমরা যখন নিদ্রিত থাকি তখন বাহিরের নেত্রদ্বয় বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ দিব্য-নেত্রের প্রকাশেই স্বপ্নে আমরা অনেক দৃশ্য দেখি। এই দিব্য-নেত্রেব দৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনা দ্বারা উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যজগতে এব প্রকাশ ঘটে না। ইহাব প্রকাশ আমাদের অন্তর্জগতে। সূক্ষ্ম কারণ ও আত্ম-জগৎ ইহার প্রকাশে পবিপূর্ণ। এই কারণেই স্বপ্ন ঘটিত দৃশ্য আমবা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। এটি একটি গুহ্য তত্ত্ব যে স্বপ্নে মন কিছুই দেখে না; মনের দেখবার শক্তি নেই। শিব-নেত্রের প্রকাশেব জন্যই আমরা স্বপ্নে মনের আকার পর্যন্ত দেখতে পাই।

তৃতীয় নেত্র উন্মীলনেব বিধি হলো : সাধক পদ্মাসনে উপবিষ্ট হবেন। তারপব বহির্নেত্রদ্বয় বন্ধ করে, জিহ্বাকে তালুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করবেন। (তারপর) দুই ভ্রুর মিলন স্থানে, অর্থাৎ নাসিকা মূলের দুই অঙ্গুলী উর্ধে, মন সন্নিবেশ বা ধ্যান করবেন। ধ্যানের সময় 'ওঁ নমঃ শিবায়' অথবা নিজ ইষ্ট মন্ত্র মনে মনে জপ করবেন। নিরন্তর অভ্যাস করাব ফলে, যথা সময়ে তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হবে।

এই জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হলে মন বিষয়-বাসনায় লিপ্ত হবে না। চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হবে এবং মন সহজ শান্ত ভাব ধারণ করবে। মনে কাম-বিকারের পরিবর্তে পবিত্র সাত্ত্বিক পরমাত্ম-ভাবের উদয় হবে।

যাঁর দিব্য-নেত্র উন্মীলিত হয়েছে তিনি সর্বত্র যে সব ঘটনা ঘটছে তা দেখতে পান। তাঁর মন একাগ্র হয় এবং তাঁর আত্মিক-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর কবলে পতিত হলেও তিনি স্বীয় শরীরকে রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হলে যোগী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, অনেক দেবদেবী দর্শন করতে পারেন। সুস্থ ও নীরোগ জীবনের অধিকারী হতে পারেন।*

অনুবাদ: **মণিদীপা দেবনাথ**

সৌজন্য—যোগবাণী (হিন্দী)

কর্ণাটকে নাথ-সম্প্রদায়

ডঃ এম. এস. কৃষ্ণমূর্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীব-শৈব সন্তদেব মধ্যে বেবণসিদ্ধেব নামও কোথাও কোথাও নাথ-সিদ্ধদের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

গোরক্ষ জালন্ধরচর্পটশ্চ অডভঙ্গ
কানাফা মচ্ছীন্দ্রাদ্যাঃ।
চৌরঙ্গ বেবণ চ ভর্তৃসংজ্ঞা
ভূম্যাং বভূব নবনাথসিদ্ধাঃ॥

বীব-শৈব সন্তদের মধ্যে রেবণসিদ্ধ ছাড়া অলেখনাথ, মরুলনাথ, নাগির নাথ, কামহরপ্রিয় রমানাথ, নারায়ণপ্রিয় রামনাথ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, এঁরা নাথ-পন্থের শেষপর্যায় ভুক্ত। অধ্যাপক কুন্দনগার বলেন, রেবনসিদ্ধ, মরুলসিদ্ধ, সিদ্ধরাম প্রভৃতি নাম থেকে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয যে এঁবা প্রথমে নাথ-পন্থানুসারী ছিলেন। কন্নডেব মহাকবি, হবিহব (১৩০০ খৃঃ) তাঁর রেবনসিদ্ধেশ্বর রগলে নামক কাব্যে রেবণসিদ্ধেব যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো—কন্থেয় কমনীয়রূপং বজ্রকুণ্ডলদ বজ্রধরং লাকুল লোকৈক, বন্ধু ভোটিদং পাবুগেয় কট্টধিকং, কোবনদ ভক্তং অঙ্গজবিপুবেনিসিদং রেবণসিদ্ধং।

—সিদ্ধকুল চক্রবর্তীব এই কন্থার কমনীয় রূপ। বজ্রকুণ্ডলের বজ্রধর লাকুল লৌকিক বন্দু, পাদুকা ও কৌপীন পরিধানে তাঁকে মনোহর দেখায় তিনি সিদ্ধ কুল চক্রবর্তী। কেবল তাই নয়, বীর-শৈব পন্থের সন্তসম্রাট অল্লম-প্রভুর নামও নাথ-সিদ্ধদের তালিকা-ভুক্তরূপে। হঠ-যোগপ্রদীপিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

—অল্লামঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচোলী চ টিণ্টিনিঃ।

(হঠ-যোগপ্রদীপিকা ১।৬)

হরিহর রচিত 'প্রভুদেব রংগলে' অনুসারে অল্লমপ্রভু অভিনিষণ্য নামক যোগী থেকে লিঙ্গ-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিনিষণ্য মৎস্যেন্দ্রনাথেরই নামান্তর বলে মনে হয়। 'হঠ-যোগ প্রদীপিকা,' 'গোরখ-বাণী'র সঙ্গে বীর-শৈব সন্তদের বাণীর তুলনা করলে বীর-শৈবদের উপর নাথ পন্থের প্রভাব বুঝা যায়। 'হঠ-যোগপ্রদীপিকা'র রচনাকাল অনিশ্চিত। তাই এ সম্বন্ধে কিছু না বলে এ দুয়ের তুলনা করা যাক।

দিবান ন পূজয়োল্লিঙ্গং রাত্রৌ চৈব ন পূজয়েৎ।
সর্বদা পূজয়োল্লিঙ্গং দিবারাত্রিনিরোধতঃ॥
(হঠ-যোগপ্রদীপিকা, ৪।৪২)

এই শ্লোক চেন্ন বসরের এক বচনেও উদ্ধৃত হয়েছে :—

॥ সাক্ষি ॥ দিবা পূজয়োল্লিঙ্গং রাত্রির্নপূজয়েৎ।
সতঃং পূজয়োল্লিঙ্গং (দিবারাত্রি বিবর্জয়েৎ)।
(ঐকান শিবলিঙ্গস্থল, পৃ. ২০৪)

পরমতত্ত্ব বিষয়েও নাথ-পন্থী ও বীর-শৈব সন্তদের মধ্যে অপূর্ব সাম্য রয়েছে।

মচ্ছীন্দ্র— অবধূ তিল মধে জথা তৈলং।
কাষ্ঠ মধে হুতাশনং।
পহুপ মধে জথা বাসং।
দেহী মধে তথা দেবতা॥
(গোরখবাণী, মচ্ছীন্দ্র-গোরখবোধ—৫০)

তিলদ মরেয়ং তৈলদন্তে,
পরদ মরেয়ং তেজদন্তে,
ভাবদ মরেয়ং ব্রহ্মবাগিপ্য……
(মহাদেবিয়কন বচন গল্লু—ব. স. ৩)

গোরখনাথ— গুরুদেব স্যঁভ দেব সরীর ভীঁতরিয়ে।
আত্মা উত্তিম দেব তাহী কীন জানৌঁ সেব।
আন দেবং পূজি হমহী মরিয়ে।
(গোরখবাণী, পদ ৬)

নিম্মলিন বীবু তিলিছ নোড়িরে অন্তবিল্ল কানিরন্না অরিবু নিম্মল্লিয়ে তদ্‌গতবাগিয়ে, অন্য ভাবব নেনেয়দে তন্নোলগে তানে এচ্চরবিরবল্লরে তন্নল্লিয়ে তন্ময় ।

(গুহেশ্বর লিঙ্গবু—১৫)

(আপনাকে আপনি জানলে, আর কিছু থাকে না। যদি জ্ঞানে তদ্‌গত হই, তবে আমার গুহেশ্বর আমার মধ্যেই তন্ময় হয়ে থাকবেন।)

*　　*　　*　　*

গোরখনাথ— উত্তরখণ্ড জাইবা সুঁনিকল খাইবা
ব্রহ্ম অগনি পহারিবা চীরং ।
নীঝর ঝরণৈ অমৃত পীয়া যুঁমন হুবা থীরং ॥
নীঁঝর ঝরণৈ অমীঁরস পীবনাঁ ষটদল বেধ্যা জাই ।
চন্দ বিহুনা চাঁদিনাঁ তহা দেখ্যা শ্রীগোরখরাই.॥
উভাঁ বৈঠাঁ সূতাঁ লীজৈ। কবহু চিত্তভংগনকীজৈ।
অনহদ সবদ গগন মেঁ গাজৈ।

(গোরখবাণী. সবদী ৬৭, ১৭১, ১৭৭)

প্রভুদেব—গগন মণ্ডলদ সূক্ষ্মনাল দল্লি
সোহং সোহং এন্নুতলিদিতু ঔঁদু বিঁদু
অমৃত বারিয় দণিযডংডু এনগে নিবাসবায়িত্তু॥

(অল্লম বচন চন্দ্রিকে—ব. ২৪৭)

(গগন মণ্ডলের সূক্ষ্ম ন নাল মধ্যে এক বিন্দু 'সোহং' 'সোহং' করছিল। অমৃতবারি পান করার ফলে, হে গুহেশ্বর, নিজের মধ্যেই আমি আপনি বিকশিত হয়েছি।)

গোরক্ষনাথ রচিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'-র প্রভাব চেন্ন সদাশিব রচিত 'শিব-যোগ প্রদীপিকা'য় পড়েছে। গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন যে তিনি 'সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র অনুসরণ করেছেন।

শিবাগমরহস্যার্থান্ সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিম্।
সংক্ষেপতঃ কৃতালোভ্য শিব-যোগ প্রদীপিকা ॥

সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতির অবধূত লক্ষণকে এখানে শিব-যোগীর লক্ষণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নাথ-পন্থীরা যাকে সহজযোগ বলেন, বীর-শৈবগণ তাকে শিব-যোগ বলেছেন। চেন্ন সদাশিব যোগী কোথাও কোথাও সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতিব আক্ষরিক অনুগমন করেছেন।

দ্বিধা ভবতি যদ্ধ্যানং স গুণং নির্গুণং তথা (সি. সি.)
শিবজ্ঞানং দ্বিধা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণং তথা (শি. যো. প্র.)
প্রসাদাৎ স্বগুরোঃ সম্যক্ প্রাপ্যতে পবমং পদম্ (সি. সি.)
গুরুপ্রসাদাৎ ত্রিমলম্ ক্ষয়ত্বাৎ
ধ্যাত্বা যজ্জেম্মোক্ষসুখং স যাতি। (শি. যো. প্র.)

কোন কোন পণ্ডিতেব মতে নাথ-পন্থেব উপবই বীর-শৈবদের প্রভাব পড়েছে। তাঁদেব মতানুসাবে গোরক্ষনাথ বীর-শৈবদের প্রভাবে মৎস্যেন্দ্রনাথের কুল-তন্ত্রকে অকুল বীর তন্ত্রে পরিণত করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বীর-শৈবদের কোন কোন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। অবধূত যোগীর লক্ষণ বীর-লিঙ্গধারীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই নিরূপিত হয়েছে।

বিলয়ং সর্বতত্ত্বানাং কৃত্বা সংধার্যতে স্থিরম্।
সর্বদা যেন বীরেণ লিঙ্গ-ধারী ভবেৎ সঃ ॥

(সি. সি. প.—৬।৪৪)

ইহা ছাড়া, কোন কোন বীব-শৈব সন্তদের উক্তিতে যোগমার্গীয় প্রক্রিয়ার আক্ষরিক বর্ণনা দেখা যায়। বহুরূপী চৌড়য়ার (১২০০ খৃ.) প্রথম গুরু ছিলেন রেকন নাথাচার্য, জ্ঞান গুরু ছিলেন নাগি নাথ। সুতরাং রেকনপ্রিয় নাগিনাথ নাথ-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলে মনে করা যেতে পাবে। তাঁর বচনে নাথ-পন্থী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উক্তি :—

'ম্যাঁয় ষট্‌চক্রবলয়মে করুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। কুণ্ডলী ভ্রূমধ্য মেঁ ম্যাঁয় করুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। ভ্রূমধ্য মণ্ডলস্থিত হৃদয় কমলকে মণিপুরক পুরমে খেলুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। শূন্যমে স্থিত মরীচিকামে খেলুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। হে রেকন প্রিয় নাগিনাথ! ম্যাঁয় বসবেশ্বর সেতর গয়া।'

এইরূপ অক্কমহাদেবী-চন্নবসব প্রভৃতির বাণীতেও যৌগিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়। হডপদ অপ্পন নামক এক সন্তের বাণীর এক উদাহরণ তাঁর মন্ত্রগোপ্য থেকে দেওয়া যাক:—'দ্বিদল বলয়কে নীচে হ্যায় ষোড়শদল, উস্‌কে মধ্য তথা অন্তমেঁ হ্যায় নাদব্রহ্ম, উস্ নাদ-ব্রহ্ম এবং ওঁকারকে একীকরণ অনাদি লিঙ্গকো দেখ ম্যাঁয় সুখী বনা। আনন্দ সে অনাহত কী কালজ্ঞান সে তোড়কেঁককর উপর বিশুদ্ধি স্থান মেঁ হাঁ স্থিত হোকর ম্যাঁয় ভানুকে প্রকাশমেঁ বিলীন হো গয়া।'

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে কর্ণাটকে নাথ যোগী এবং ইহাদের যোগ-সাধনা প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব বহুশতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ন রয়েছে।*

অনুবাদ: শ্রীখুশীলাল নাথ

* সৌজন্য: যোগবাণী (হিন্দী)

'শৈবভারতী'র গ্রাহক—সদস্যদের প্রতি আবেদন

এখনো যাঁরা গ্রাহক-সদস্য পদ পুনর্নবীকরণ করেন নি তাঁরা অবিলম্বে আট টাকা নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে সদস্য-পদ পুনর্নবীকরণ করে নিন।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮
কলিকাতা-৭০০ ০৩৭

ভারতীয় সাহিত্যে নাথধর্ম তথা সন্তদের অবদান

শ্রীবীরেন নাথ

অনেক শতাব্দী আগে শিবের বংশধর তথা অনুগামী বলে কথিত নাথধর্মীয় সন্তরা তথা তাঁদের বিভূতির আধারে রচিত সাহিত্য, যা সাধারণভাবে নাথ-সাহিত্য নামে অভিহিত, ভারতের প্রধান প্রধান সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও আর্য-পরিবারের ভাষা তথা সাহিত্যে, বিশেষত হিন্দী ও বাংলায় নাথ-সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে তবু মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাতী এবং দ্রাবিড় পরিবারেব ভাষাক্ষেত্রেও এব অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং এর সাহিত্যও ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে এক প্রমুখ স্থানের অধিকারী। ভাষাবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন যে, বাংলা প্রায় হাজাব বছরের পুরনো ভাষা। মাগধী অপভ্রংশ-জাত এ-ভাষা অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার মতই দশম শতাব্দী নাগাদ আপনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়: এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ, এ থেকেই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আরম্ভ অনুমিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে সিদ্ধাচার্য লুই কর্তৃক উপর্যুক্ত কিছু দোহা রচিত হয়েছিল। লুই সহজিয়া নামক এক নব সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃত। শাস্ত্রীজী বলেন: 'আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি (লুই) এ ভাষা লিখেছেন এবং বাংলার আশপাশের কোন প্রদেশের লোক ছিলেন তিনি। এঁদের (সিদ্ধদের) মধ্যে অনেকে বাঙালী ছিলেন। যদিও অনেকের ভাষায় ব্যাকরণিক পার্থক্য দেখা যায়,

তবু সব ভাষাকেই বাংলা বলা যেতে পারে।' এদিকে লুইদ্বারা রচিত অন্য গ্রন্থ 'অভিসময় বিভংগ'র রচনা কার্যে দীপংকর শ্রীজ্ঞান সহায়তা করেন বলে প্রকাশ, যিনি ১০৩৮ সালে বিক্রমশীলা বিহার থেকে তিব্বত যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইব কাল সংবৎ ৮৩০ব আশেপাশে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। যাইহোক, শাস্ত্রীজীব দাবী অনুসারে লুই রাঢ দেশবাসী তথা বাঙালী ছিলেন।

সিদ্ধাচার্য লুই (লুইপাদ লুইপা) যে সম্প্রদায সংস্থাপন করেছিলেন, তাতে ৮৪ সিদ্ধ ছিলেন। বাংলায এঁদেব চৌবাশি সিদ্ধ বলা হয। সবহ, সরহপা, সবহপাদ, সবোজবজ্র বা সবোরুহবজ্র ছিলেন প্রথম সিদ্ধ, যাব নাম শাস্ত্রীজী দিয়েছেন পদ্ম, পদ্মবজ্র, রাহুলভদ্র। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর মতে ইনি বিক্রম সংবৎ ৬৯০-ব লোক। শুক্লজীও এ-অভিমতেব ব্যাপাবে অভিন্ন মত পোষণ কবেন, পরন্তু সাংকৃত্যায়ন ৭৬০ খৃষ্টাব্দকে এর কাল নির্ণয করেছেন। যাই হোক না কেন, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, বাংলা সাহিত্যেব প্রারম্ভিক কালে সিদ্ধদের গুরুত্বপূণ ভূমিকা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ কালকে, অতএব, আমরা অনায়াসে সিদ্ধ-সাহিত্য যুগ রূপে বর্ণনা করতে পারি।

যদি আমরা হিন্দী সাহিত্য বিশ্লেষণ কবি তো দেখতে পাই যে, হিন্দী তথা বাংলা সাহিত্যর আদিকালে অপূর্ব মিল ছিল। হিন্দীর প্রাবম্ভ কালকে যদিও পণ্ডিতরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যেমন, কেউ বলেছেন বীবগাথা কাল, কারোর মতে সিদ্ধ-সামন্ত কাল, আবার কেউ একে নাম দিয়েছেন সান্ধ বা চারণযুগ। পবন্তু ডঃ হজারী প্রসাদ দ্বিবেদীজী এর নামকরণ কবেছেন আদিকাল এবং এর পরিধি দশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ বার্ষ্ণেয় এই বক্তব্যর সঙ্গে একমত হয়ে অপভ্রংশ তথা লৌকিক সাহিত্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অপভ্রংশ সাহিত্যে তিনি সিদ্ধ, নাথ তথা জৈন সাহিত্যেরও উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ডঃ শিবকুমার শর্মাজীর মতে এ-সময়ে বজ্রযানী সহজযানী সিদ্ধ, নাথপন্থী যোগী, জৈন ধর্ম অনুগামী বিরক্ত মুনি তথা গৃহস্থ উপাসকদের সঙ্গে বীরত্ব ও শৃংগার রূপকার ভাটদের প্রাচীন রচনাবলীও উল্লেখযোগ্যভাবে নির্মিত হয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্য বিকাশে নাথ সন্তদের অবদান, বিশেষ করে, হিন্দী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডঃ মোহন সিংহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গোরখনাথ অ্যানড মেডিয়েভেল হিন্দু মিসটিসিজম'-এ স্বীকার করেন যে, গোরখনাথ হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম গদ্য লেখক। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে গোরখনাথ এর সমকালীন তথা উত্তরকালীন নাথ সিদ্ধদের মধ্যে নাথপন্থ-প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ/মীনপা), চৌরঙ্গীনাথ, কণেরীনাথ, কানুপা, গহিনীনাথ, গোপীচন্দ্র, ভর্তৃহরি প্রমুখের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। এ-নাথদের মধ্যে অনেকে আবার চৌরাশি সিদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত, মীননাথের নাম, অবশ্য, শীর্ষে। দ্বিবেদীজী তাঁর 'নাথ সম্প্রদায়' গ্রন্থে নাথ সিদ্ধদের একটি সূচী দিয়েছেন। পরন্তু সাহিত্যকার রূপে তিনি গোরখনাথকে রীতিমত অস্বীকার করেছেন। তার মতে, গোরখনাথ এমন কোন গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন, এ-কথা বিশ্বাস না করাই সংগত। এসব গ্রন্থ গোরখনাথের অনেক পরে লেখা হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, গোরখনাথজীর লোকবাণী তথা নাথ সিদ্ধদের পদ, সবদী আদি 'জোগেসুরী বাণী'র দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদন করেন দ্বিবেদীজী এবং নাগরী প্রচারিণী সভা-কাশী তা সংবৎ ২০১৪ সালে প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে, হিন্দী সাহিত্যের মধ্যকালের প্রথম ভাগ থেকেই অনেক সিদ্ধ, যোগী, সন্ত, মহাত্মা গোরখনাথের সবদী, পদ তথা অন্যান্য উপদেশ সংগ্রহ করার যে প্রয়াস পান, তারই সার্থকরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ডঃ পীতাম্বর বড়থ্বাল দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত তথা হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রয়াগ দ্বারা প্রকাশিত 'গোরখবাণী'

এবং 'জোগেস্বরী বাণী' প্রথম ভাগের মধ্যে, যা ১৯৯৯ সংবতে প্রকাশিত হয়।

ডঃ কল্যাণী মল্লিকের মতানুসারে গোরখনাথ বাঙালী ছিলেন না বটে, হিন্দীব মূল লেখকদেব মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই ছিলেন। এ বক্তব্যেব সমর্থনে তিনি বলেন যে, বাংলায গোরখ-বচিত কোন পদ পাওয়া যায়না, পরন্তু হিন্দী, বাজস্থানী, সংস্কৃত আদি ভাষায় গোরখনাথ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থ পাওযা যায়। উল্লেখ্য, নাথ পবম্পরানুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরখনাথেব গুরু ছিলেন। ডঃ মল্লিক মৎসেন্দ্রনাথকে বাঙালী বলে মান্যতা দেবাব প্রসঙ্গে বলেন : 'বাংলা-দেশেব সহিত নাথযোগীদেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায নাথপন্থের অনেক পুঁথি বাংলাভাষাতে রচিত হয, সুদূব নেপালেও শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ বচিত বাংলা পদ পাওযা গিযাছে। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি, তিনি পূর্বভারতের সমুদ্র উপকূলে সন্দীপ বা চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে বরণা বঙ্গদেশে তাঁহাব জন্ম। (এই স্থান বর্তমান বাংলা দেশের বাখরগঞ্জ জিলান্তর্গত বলে কথিত)।

আগেই উল্লেখ করা হযেছে যে, লুইপা চৌরাশি সিদ্ধদের অন্যতম মুখ্য সিদ্ধ ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রাবম্ভকালে সার্থক অবদান রেখে গেছেন। গবেষকদেব মতে বৌদ্ধদেব লুই বা লুইপাদ বা লুইপাই নাথপবম্পবার মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। ডঃ মল্লিকও এই অভিমতেব অনুসাবী, যার পূর্ণ বিবরণ তাঁব 'নাথ সম্প্রদাযেব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী' গ্রন্থে বিধৃত আছ। পক্ষান্তবে, বৈষ্ণবাচার্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোব গোস্বামী মহাবাষ্ট্রেব নাথসন্ত জ্ঞানেশ্বর নাথজীর 'জ্ঞানেশ্বরী'ব বাংলা অনুবাদেব ভূমিকায় মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন। তাঁব মতে, এ-দুই নাথেব সঙ্গে গোরখনাথকে মিলিয়ে তিন নাথেব মেলা বাংলাব গ্রামদেশে বসে থাকে। তাঁদেব চেষ্টাতেই বাংলায নাথ-সাধনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

[ক্রমশঃ]

জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

সুবোধকুমার নাথ এম. এ., বি. টি.

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলা হয়েছে,—আর্যেরা যখন বাইরে থেকে ভারতে এলেন তখন তাঁদের গাত্রবর্ণ ছিল শুক্লাভ গৌর ; আর এদেশের আদিম অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ। রক্তের মিশ্রণ না হলে গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হয় না—এমন ধারণা বহুজনস্বীকৃত। বলা হয়ে থাকে, শূদ্র বা অনার্যের বেদে অধিকার ছিল না। আবার স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে,—অনুলোম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কনে) বিবাহ সমাজসিদ্ধ ছিল ; কিন্তু এরূপ বিবাহে জাত সন্তান কেউই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হ'ত না—মাতৃবর্ণই হ'ত ঐ সব সন্তানের বর্ণ ; আর প্রতিলোম অসবর্ণ (নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের স্ত্রী) বিবাহ সমাজসিদ্ধই ছিল না ; এরূপ বিবাহ হলে সমাজে তাদের স্থান হ'ত না। তা'হলে, একমাত্র বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী শুক্ল বা গৌরবর্ণের মানুষই বেদাধ্যয়নে পারদর্শিতা দেখাতেন এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। কিন্তু অন্ত্যবৈদিক যুগে রচিত (উপনিষদসমূহ বৈদিকযুগের শেষ ভাগে রচিত হয় বলে অনুমিত হয়েছে) বৃহদারণ্যক উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৪শ শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়তে বেদমনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ :—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার গৌরবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা দুইজন (স্বামী-স্ত্রী) দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ একই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌবেদাবনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ :—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত ও কপিলবর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক—সে দুই বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন দধিমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ একই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লহিতাক্ষো জায়তে ত্রীন্বেদানুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিত্যুদোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ :—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার লোহিতাক্ষ শ্যামবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হউক, সে তিন বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন ঘৃতসংযোগে অন্নকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ উপনিষদেরই পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণবার্ষভেণবা।"

অনুবাদ :—"যদি কেহ ইচ্ছা করে আমার এমন এক পুত্র হউক যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত ও সভায় বিচার সমর্থ হইবে, রমণীয় বাক্য উচ্চারণ করিবে, সর্ববেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হইবে—তাহা হইলে তাহারা উভয়ে ঘৃতসংযোগে মাংসমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। এই মাংস তরুণ বয়স্ক বলশালী বৃষের* কিংবা অধিক বয়স্ক বৃষের* হইলে (তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদনে সমর্থ হইবে।"

এখানে পুত্রেব গাত্রবর্ণের উল্লেখ নেই। কিন্তু কাম্যপুত্রের গাত্রবর্ণ যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—প্রথমে গৌরবর্ণ, তার পরে কপিলবর্ণ, তার পরে শ্যামবর্ণ—তাতে মনে হয় এক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলোর মধ্য দিয়ে একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার যে, তদানীন্তন সময়ে গৌর, কপিল, শ্যাম ইত্যাদি গাত্রবর্ণের পুরুষেরা বেদাধ্যয়ন করতেন। কাজেই কেবল বিশুদ্ধ আর্যরক্তের বেদাধিকার এখানে স্বীকৃত হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যতই রক্তের মিশ্রণ ঘটায় গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হয়েছে ততই মানবের মেধা বৃদ্ধি পেয়েছে—এরূপ আভাসও এগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

আবার এটাও লক্ষণীয় যে, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণ শ্যামল এবং মহাভারতের একটি বিশিষ্ট চরিত্র পরম পণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্রবিদ্ গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণও শ্যামল বা কৃষ্ণ।

এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন,—দাক্ষিণাত্য বিজয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর আর্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অনার্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে প্রচার করাব উদ্দেশ্যে বাল্মীকি রামায়ন রচিত হয়। এই মহাকাব্যের রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদিকে আর্যদের প্রতীক এবং রাবণকে অনার্যদের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে বলে এঁরা

বৈদিকযুগে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না, পরবর্তীকালে এটা নিষিদ্ধ হয়।

বলে থাকেন। কিন্তু এখানেও আর্য রাম-লক্ষ্মণাদিকে বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়।

রামায়ণ-মহাভারতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চরিত্রের বর্ণনা আছে, তাঁদের কেউই শাসন কার্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। বিশুদ্ধ আর্যরক্ত যাঁর ধমনীতে তিনি যদি ব্রাহ্মণ, অনার্যরক্ত যাঁর শরীরে তিনি শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর যদি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হয় তাহলে এমন হবে কি করে ?

অনেকে বলেছেন,—কেবল শূদ্র হচ্ছেন অনার্য আর বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ আর্য অর্থাৎ পরবর্তী বর্ণত্রয়ের প্রত্যেকের শরীরেই বিশুদ্ধ আর্যরক্ত বর্তমান। তাহলে প্রশ্ন জাগে,—ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পৌত্র ব্রাহ্মণ পরাশরের গাত্রবর্ণ ঘোর-কৃষ্ণ বলে, ক্ষত্রিয় দশরথের পুত্র ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণ শ্যামল বলে এবং ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ শ্যামল বা কৃষ্ণ বলে বর্ণনা করা হ'ল কেন ? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকলেই যদি বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী তাহলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োত্তম, ক্ষত্রিয় বৈশ্যোত্তম হন কি করে ?

প্রাগার্যদের সঙ্গে আর্যদের একটা সমঝোতা হয়েছিল ঠিকই। এটাও ঠিক যে, প্রাগার্যদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং রক্তের সংমিশ্রণও ঘটেছিল। তবে রক্তের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ বা জাতির উদ্ভব হয়েছিল—এমন মনে হয় না। তাই এই চতুবর্ণের উদ্ভব রহস্য অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। [ক্রমশঃ]

"সত্যমপ্রিয়ম্"

শ্রীকুমদিনী চৌধুরী, বিদ্যাভূষণ।

নাথ সাহিত্যের গবেষক ৺রাজমোহন নাথ, বি-ই সম্পাদিত কদলীরাজ্য-পুস্তকে কদলীরাজ্যের অবস্থান আসামের নওগাঁ অঞ্চলে বর্ণিত হইয়াছে। নাথযোগী ও দার্শনিক, অধ্যক্ষ ৺অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত The Nath-Yogi Sampradaya And the Gorkhnath Temple—পুস্তকে আসামের কামরূপ অঞ্চলকে কদলীরাজ্যের অবস্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে নাথতীর্থ কদলীমঠ বা কেদ্রীমঠ মহীশূর তথা দক্ষিণ কর্ণাটক রাজ্যের মাঙ্গালোরে এবং রেলষ্টেশন হইতে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মঠে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী-নাথের নিয়মিত পূজার্চনা হয়। মঠ হইতে কানাড়ী ও হিন্দি ভাষায় নাথধর্ম ও সাহিত্যের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭০-৭২ ইং আঞ্চলিক বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মাঙ্গালোর হইতে কানাড়ী ভাষায় তথ্যবহুল একটি সম্মেলন পুস্তিকা চিত্র-সহ প্রকাশিত হয়।

কেদ্রীমঠের মহন্ত রাজা সোমনাথজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ও ব্যক্তিগত আলাপ আছে। মঠের পাশেই সুপ্রতিষ্ঠিত নাথ-দেবালয় মঞ্জুনাথ দেবস্থানম্ দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। প্রত্যহ যথারীতি পূজার্চনায় বহু লোকের সমাগম হয়।

* * * *

নাথযোগী-সম্প্রদায়ের তথা ভারতবর্ষীয় যোগী সমাজের গৌরব রাজা ৺চন্দ্রনাথজী যোগী অস্তূর্ দক্ষিণ কর্ণাটক রাজ্যের বিঠঠ্‌ল যোগেশ্বর মঠের মহন্ত ছিলেন। তিনি নাথ ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু পুস্তক নানা ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ কদলীযাত্রা, কদলীবন ও কেদ্রীমঠ সম্পর্কে তাঁহার লিখিত পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

যোগেশ্বর মঠ মাঙ্গালোর শহর হইতে ২৫ কিলোমিটার ও বিঠঠ্‌ল মটর ষ্টেশন হইতে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অধুনা রেল যোগাযোগ হইয়াছে—রেলষ্টেশন বিঠঠ্‌ল রোড।

রাজা চন্দ্রনাথজী হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪ বৎসর বয়সে মাঙ্গালোর শহরে ১৬.৫.১৯৭৭ ইং দেহরক্ষা করেন। দিল্লী হইতে প্রকাশিত অখিল ভারতবর্ষীয় নাথ সমাজসংস্কার মুখপত্র 'নাথ-সন্দেশ' পত্রিকার সংবত ২০৩৪ গুরুপূর্ণিমা, ২য় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় "কৈলাসবাসী রাজা চন্দ্রনাথজী যোগী অস্তূ" প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনান্তে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

দিল্লীর সন্নিকটে খুর্জাতে নাথসমাজের কার্তিক অধিবেশনে ১৩ই নবেম্বর ১৯৭৭ ইং নেপালের রাজগুরু নরহরি নাথজীর সভাপতিত্বে শোক প্রকাশ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

রাজা ৺চন্দ্রনাথজীর সহিত আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয় এবং তাঁহার সস্নেহ আহ্বানে বিঠঠ্‌ল যোগেশ্বর মঠে গিয়াছি। সেখানকার অবস্থান বড়ই আনন্দদায়ক। এলাহাবাদে ত্রিবেণীসঙ্গমে গত পূর্ণকুম্ভে জানুয়ারী ১০-২৫, ১৯৭৭ ইং শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ 'ভেখ্‌বারপন্থ' ক্যাম্পে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয়। তৎপ্রিয় শিষ্য রাজা জনক নাথ যোগী বর্তমানে যোগেশ্বর মঠের মহন্ত।

অধুনা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র শৈবভারতীর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ '৮৮ "রাজা চন্দ্রনাথজী স্মরণে"

প্রবন্ধে (৪০ পৃষ্ঠা) নাথজীর চিত্রসহ সুবিস্তারিত আলোচনান্তে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিত্র ৺রাজা চন্দ্রনাথজীর নহে উহা কেন্দ্রীমঠের মহন্ত সোমনাথজীর। *

---

* সম্পাদকের নিকট পরিবেশিত একটি ভুল তথ্যের জন্য জ্যৈষ্ঠ '৮৮ সংখ্যা 'শৈব-ভারতী'র "রাজা চন্দ্রনাথজী স্মরণে" রচনাটিতে রাজা চন্দ্রনাথজীর প্রতিকৃতির পরিবর্তে অপর একটি প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। আমরা এই ভুলের জন্য আন্তরিক দুঃখিত এবং এই ভুল প্রদর্শনের জন্য লেখিকা শ্রীযুক্তা চৌধুরীর নিকট কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী আশ্বিন ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ হইতে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সাধারণ গ্রন্থাগার ২৩/১এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা - ৭০০০১২, কালীমন্দিরে স্থাপিত হইবে। সর্বসাধারণের নিকট ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও যোগ সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মুক্তহস্তে দান করিয়া গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধির অনুরোধ জানাইতেছি। দান করা পুস্তক-পুস্তিকার প্রাপ্তিস্বীকার 'শৈবভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

চয়নিকা

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

বিগত এক শতাব্দী ধরে বহু মনীষী ও গবেষক, যথা গ্রীয়াবসন্, ব্রীগস্, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ, ডঃ মোহন সিং, হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, ডঃ কল্যাণী মল্লিক, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত নাথ-যোগি বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এঁদের রচনা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজলভ্য নয় আজকাল। তাই চয়নিকা স্তম্ভে এঁদেব রচনাব কিছু কিছু অংশ সংকলিত করা হচ্ছে, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা অনুসন্ধিৎসু হয়ে অধিক-তর চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :

"নাথদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নাথেরা আপনাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, ভৈরব, বীর গোত্রের বলিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য দুই একটি গোত্রের প্রচলন দেখা যায়। বটুক গোত্রের নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙলা দেশের নাথেরা অধিকাংশই কশ্যপ বা আই গোত্রের।"

(সংগ্রহ সূত্র-নাথপন্থ, প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৮ সাল)

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

"আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুর পাড়া। তারপর পশ্চিমপাড়া। ……এগুলি সব মুসলমানদের বসতি। এককালে ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান। তাই লোকে বলত—ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলের ভূমিরই অধিপতি ছিলেন না, মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের তামার ছাড়পত্র আজও এঁদের বাড়ীতে আছে। নানকার নিষ্কর জমির ছাড়পত্র। মূল বংশের আর কেউ আজ নেই। আমার বাল্য-কালেও কয়েকজনকে দেখেছি। মাথায় সাদা টুপী, সৌম্যদর্শন মুসলমান। কি মধুর ব্যবহার, কি মিষ্টি কথা।………

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোনমতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য, যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল।"

(সংগ্রহ সূত্র—'আমার কালের কথা'-পৃ. ১৩৫-৩৬)

গ্রন্থ-পরিচয়

কাশীর যোগপ্রচারিণী সভা একসময় নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন। যোগ প্রচারিণীসভা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিও দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মিলন, হরিয়ানার বোহর মঠ, কর্ণাটকে যোগেশ্বর মঠ এবং কোন কোন প্রকাশন সংস্থা নাথ-যোগ সম্পর্কিত কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন বা করছেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তর প্রদেশের গোরখপুরস্থ 'গোরখনাথ মন্দিরে'র প্রকাশনা বিভাগ কিছু গ্রন্থ প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছেন। দার্শনিক অধ্যক্ষ অধুনা প্রয়াত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Philosophy of Gorakhnath and Gorakh-vacan Samgraha তাদের অন্যতম।

গ্রন্থকার ছিলেন মহাত্মা গম্ভীর নাথজীর সাক্ষাৎ শিষ্য এবং নাথ-যোগের বিশিষ্ট সাধক। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং হিন্দু ধর্ম সাহিত্যানুরাগী সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট তাঁর নাম অপরিচিত নয়। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর 'শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথ প্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথ উপদেশামৃত', 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব-বিচার' (১ম ও ২য় পর্ব) ধর্ম সাহিত্যানুরাগী বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থটি নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ দর্শন সম্পর্কে একটি সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থ। এ পর্যন্ত নাথ-যোগ সাধনা

সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শন সম্পর্কে কোন পৃথক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ডঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁর নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে নাথ-দর্শনের আলোচনা আছে বটে; কিন্তু তা সঙ্গত কারণেই সংক্ষিপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৺বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। তিনশত পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার বৃহদায়তন এই গ্রন্থটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকা অংশ বাদে ১৬টি অধ্যায়ে লেখক গোরক্ষ-যোগের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বৈশিষ্ঠগুলি উদ্‌ঘাটন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। মুখ্যতঃ গোরক্ষ-রচিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র মূল দর্শন লেখকের ভিত্তি হলেও তিনি তাঁর গভীর, অধ্যয়ণ, মনন, বিচার নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সাক্ষর রেখেছেন প্রতিটি অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ে (মহাযোগী গোরখনাথ) লেখক বলেছেন, গোরক্ষনাথ মূখ্যত যোগসাধনা প্রচার করলেও, তিনি প্রসঙ্গক্রমে একটি দর্শনও প্রচার করেছিলেন, যা ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ স্থানের দাবী রাখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে গোরক্ষ-দর্শনের উৎস, বিশেষতঃ 'সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র মূল আলোচ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গোরক্ষ-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব, যথা পরমতত্ত্ব বা পরা সম্বিৎ, সং-চিৎ-আনন্দ, নিজশক্তিযুক্ত পরা সম্বিৎ, শিব-শক্তি-নিত্যযুক্ততা, শিব-শক্তি বিলাস, সমষ্টি ও ব্যষ্টি পিণ্ডোৎপত্তি, দেহরহস্য—চক্র, আধার, লক্ষ, ব্যোম, অবিদ্যা, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে লেখক হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনার ক্রম বিকাশ সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গোরক্ষনাথের অবদান ও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করণে তাঁর ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। পরিশিষ্টাংশে 'গোরক্ষ-বচন সংগ্রহ' নামে গোরক্ষোক্ত ১৭২টি সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন রাজস্থানের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ। গ্রন্থটির মূল্য ১৫ টাকা।

গোরক্ষ-যোগ দর্শনে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাকে আমরা এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই।

—অধ্যাপক শ্রীশিশির কুমার মিত্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা-১২ হইতে ২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কালীমন্দির নিবাসী প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচায মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে—

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা

নামে একটি কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

"অতীত স্মৃতি"

-রচনাটি যেন কোনমতেই শৈবভারতীর পৃষ্ঠার ২৪ লাইনের অধিক না হয়।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৮

পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও তাহাদের রচনা আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপা হইবে।

প্রথম পুরস্কার—**ত্রিশ টাকা** ★ দ্বিতীয় পুরস্কার—**পঁচিশ টাকা**

তৃতীয় পুরস্কার—**কুড়ি টাকা**

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পরিচালনায়—**বি. নাথ**

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্র (৩০) (৫'-১১") বি. এস-সি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুরুচী সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, ক্রীড়া ও কলাশিল্পে পারদর্শী। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সুপারভাইজারী পদে কর্মরত (১৩০০৲), পিতা ও পিতামহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। কালনা (বর্দ্ধমান) ও দিল্লীতে নিজগৃহ। ফর্সা, গ্রাজুয়েট ও কালচার্ড পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ। ১৬৮ নং টেগোর পার্ক। কিংওয়ে পোঃ দিল্লী পিনকোড ১১০০০৯ (সাম্প্রতিক ফটো ও জন্মকুণ্ডলী সহ যোগাযোগ করুন)।

পাত্রী (২২) (৫'-০") বি. এস-সি। শ্যামবর্ণা উত্তম মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সূচী ও বুনন শিল্পে অভিজ্ঞা। ইংরাজীতে টাইপ জানে এবং হিন্দীভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আছে। পিতা রেলের অফিসার। উপযুক্ত পাত্র চাই। শিক্ষিত সরকারী বিদেশে কর্মরত (পঃ) আপত্তি নাই। শ্রীবিনয়ভূষণ দেবনাথ। ৩১।১৩ বেলেঘাটা মেন রোড। কলি-৭০০০১০।

পাত্রী (২৩) (৫'-৩") বি. এস-সি. ডিষ্টিংশন, গীটার শিল্পী, সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞা, সুন্দরী, মধ্যমবর্ণা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যা। শ্রীরাধেশ্যাম দেবনাথ, ১৮ আচার্য্য পাড়া লেন। হাওড়া—১

পাত্রী (২২) বি. এ. বেসিক ট্রেণ্ড, টাইপিষ্ট, শ্যামবর্ণা, মাঝারিগড়ন গৃহকর্ম ও হস্তশিল্পে নিপুণা। চাকুরীয়া বা ব্যবসায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীশশাঙ্কশেখর নাথ, নন্দন কানন, পোঃ নবপল্লী, বারাসত, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২২) (৫') দশম মান, সুশ্রী গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকার্তিক দেবনাথ, দি রিলায়েবেল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস। ১৩৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩।

পাত্রী (২৯) প্রি. ইউ পাশ বেসিক ট্রেণ্ড প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা। সরকারী বা হাইস্কুলের শিক্ষক পাত্র চাই।

এবং

পাত্রী (২৬) বি. এ. বিএড্ পাশ, সুন্দরী দোহারা চেহারা সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্মে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীরাজমোহন চৌধুরী। গ্রাম ও পোঃ জাহান্নগর, জিঃ বর্দ্ধমান।

পাত্র (৩১) (৫'-১০") এম. এ. কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮০০্), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পিতামহ ও পিতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। বর্ধমানে ও দিল্লীতে নিজগৃহ। খেলাধুলা ও কলাশিল্পে পারদর্শী। সুশ্রী কালচার্ড, গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ। ১৬৮নং টেগোর পার্ক, কিংওয়ে, পোঃ দিল্লী পিনকোড ১১০০০৯ (ফটো এবং জন্মকুণ্ডলীসহ যোগাযোগ করুন)।

পাত্রী (২২) (৫'-২") উচ্চমাধ্যমিক পাঠরতা, রং ফর্সা, উত্তম স্বাস্থ্য, গৃহকর্মে নিপুণা।

এবং

পাত্রী (২১) (৫'-১") রং ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা, উচ্চমাধ্যমিক পাঠরতা, সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা। উভয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুউপায়ী পাত্র চাই। শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী, ৬০।২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১৩।

ফোন ২১-৩২৬০।

পাত্রী পূর্ব নিবাস ঢাকা জেলায়, অধুনা কলিকাতার উপকণ্ঠ নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র কন্যা। ১৯ বৎসর, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠনা, শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপার্জনক্ষম সুপাত্র চাই। অনুসন্ধান করুন। —শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাথ। ৭৫।২এ রায় বাহাদুর রোড। বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৩৪।

বিঃ দ্রঃ পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাঁচ লাইন পর্যন্ত পাঁচ টাকা। পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্য এক টাকা।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা।** বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা। আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা,** অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা,** সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা।** এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—

শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া

পিন—৭৪১২৪৭

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য বাবদ অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ

৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ: যাঁরা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।